বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>340 >>10 Ashwin 1430 >>
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩৪০ >> << ১০ই, আশ্বিণ ১৪৩০>>

ইসলামিক স্টেটের সাথে যুক্ত ঃ সদস্য গ্রেপ্তার, দাবি করেছে পাকিস্তান

পেশোয়ারঃ মঙ্গলবার উত্তরপশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ বলেছে, সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযানে ইসলামিক স্টেটের সাথে যুক্ত চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ারে এই অভিযান চালানো হয় বলে জানিয়েছে ওই এলাকার সন্ত্রাসবাদ দমন বিভাগ। এটি আটককৃতদের ইসলামিক স্টেটখোরাসান বা আইএসকের সাথে যুক্ত আফগান নাগরিক বলে শনাক্ত করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আটককৃত ব্যক্তিরা শহরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে হামলার পরিকল্পনা করেছিল। আইএসকে এই বছরের জানুয়ারিতে পেশোয়ারে একটি সংখ্যালঘু শিয়া মসজিদে আত্মঘাতী বোমা হামলার দায় স্বীকার করে। ওই বোমা হামলায় প্রায় ১০০ জন মুসল্লি নিহত হয়। মঙ্গলবার সামরিক বাহিনী বলেছিল, তাদের বাহিনী আফগান সীমান্তের কাছে একটি সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী আস্তানায় অভিযান চালিয়েছে এবং পরবর্তী সংঘর্ষে তিনজন জঙ্গিকে হত্যা করেছে। এর কয়েক ঘণ্টা পরে গ্রেপ্তারের ঘটনাটি ঘটে।

বাজার দর

SENSEX : 66118.69 +173.22
NIFTY : 19716.45 +51.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .39 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .39 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

রাজাকে অপমান করার দায়ে থাইল্যান্ডের এক আইনজীবীর ৪ বছরের কারাদণ্ড

থাইল্যান্ড ঃ রাজতন্ত্রকে অপমান করার দায়ে থাইল্যান্ডের একজন বিশিষ্ট মানবাধিকার আইনজীবীকে মঙ্গলবার দোষী সাব্যস্ত করে, তাকে চার বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। সামরিক বাহিনী সমর্থিত কয়েক বছরের শাসনের পর, থাইল্যান্ডের দায়িত্বে আসে বেসামরিক সরকার। এই সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর, রাজতন্ত্রকে সুরক্ষা দেয়া বিতর্কিত এই আইনের অধীনে এটিই প্রথম দণ্ড প্রদানের ঘটনা। ২০২০ সালের ১৪ অক্টোবর শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে, আরনন নাম্পা, রাজা মাহা ভাজিরালংকর্নকে অবমাননা করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন। সেই সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছিলো ১৯৭৩ সালের এক জনপ্রিয় অভ্যুত্থানের স্মরণে। সেই অভ্যুত্থান এক দশকের সামরিক একনায়কত্বের পতন ঘটিয়েছিলো। আর, করোনা ভাইরাস মহামারীর সময় জনসমাগম নিষিদ্ধ করে জারি করা জরুরি আদেশ অমান্য করার জন্য তাকে ২০ হাজার বাথ (৫৫০ ডলার) জরিমানা করা হয়েছে। ৩৯ বছর বয়সী আরনন এখনো লেস ম্যাজেস্টে (রাজতন্ত্র সুরক্ষা) আইনের অধীনে আরো ১৩টি মামলায় অভিযুক্ত রয়েছেন। এই আইনে রাজা, তার পরিবারের নিকটতম সদস্য এবং রিজেন্টকে (রাজ অভিভাবক) অপমান করার জন্য ১৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। আরননে আইনজীবী ক্রিৎসাদাং নুটচারাত বলেন, তার মক্কেল আপিল করবেন এবং জামিন চাইবেন। আরননকে কারাগারে নিয়ে যাওয়ার আগে তিনি তার ছেলেকে আলিঙ্গন করেন। আদালত কক্ষে প্রবেশের আগে আরনন সংবাদদাতাদের বলেন, স্বাধীনতা হারালেও তার লড়াই সংগ্রামের জন্য মূল্যবান। আদালতে তার সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী, পুত্র আর বাবা। আরো প্রায় ২০ জন, ব্যাংককের ফৌজদারি আদালতে আসেন তার প্রতি সংহতি প্রকাশ করতে।গণতন্ত্রপন্থী কাজের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার একটি ফাউন্ডেশন আরননকে ২০২১ সালে মাগুয়াংজু পুরস্কারে ভূষিত করে।

বন্যা থেকে খরা কাশ্মীর লড়ছে চরম জলবায়ু পরিস্থিতির সাথে

শ্রীনগরঃ সূর্য অস্ত যাচ্ছে এমন এক সন্ধ্যায় এক কাতারে বসে ১২ জনের বেশি পুরুষ মাছ ধরছেন ভারতের কাশ্মীরের অন্যতম প্রধান নদী ঝিলামের ছোট একটি উপদ্বীপে। এই বছরের শুরুতে ভারী বৃষ্টিপাত এবং আকস্মিক বন্যা হয়েছে কাশ্মীরে। সেপ্টেম্বরে তাপপ্রবাহ বয়ে গেছে। এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে কাশ্মীর উপত্যাকায় এমন তাপমাত্রা দেখা যায়নি। জলবায়ু পরিবর্তনের চরম প্রভাব দৃশ্যমান হচ্ছে। আর, কখনো কখনো এই প্রভাব দেখা দিচ্ছে অপ্রাত্যাশিত স্থানেও।

তিন মাস আগে থেকে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়, অব্যাহত থাকে মে মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত। এই অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের কারণে জল প্রবাহ ঝিলমের ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। তীর উপচে পানি প্রবাহিত হতে থাকে। নদীর জল স্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি তখন বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। তারা আশঙ্কা করে যে, এই অঞ্চলে ২০১৪ সালের গ্রীষ্মের মতো চরম বন্যা দেখা দিতে পারে।সে সময়ের বন্যায় শত শত মানুষ মারা যায় এবং বাস্তুচ্যুত হয় প্রায় ১০ লাখ মানুষ। এছাড়া, বৃষ্টিপাতের অভাব এবং তাপপ্রবাহের কারণে রাজধানী শহর শ্রীনগরের কিছু এলাকাসহ উপত্যকার বিভিন্ন অংশে পানির অভাব দেখা দেয়। আর, কাশ্মীর উপত্যকার বহু গ্রামের মানুষ পান করার জন্য দূষিত জল সংগ্রহ করতে থাকে।

সম্প্রতি ইংরেজি দৈনিক গ্রেটার কাশ্মীরকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে জলশক্তি বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী অশোক কুমার গন্ডোত্রা স্বীকার করেছেন, স্থানীয় বাসিন্দারা পানীয় জলের সংকট মোকাবেলা করছেন।

কাশ্মীরের তাপপ্রবাহের কারণে উদ্যান ও কৃষি খাতের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বিশেষ করে জম্মু ও কাশ্মীরের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচিত আপেল এবং জাফরানের মতো অর্থকরী ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

ভিসা রেকর্ড গোপনীয়, তাই নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম প্রকাশ করা হয়নি ঃ ম্যাথিউ মিলার

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, ভিসা রেকর্ড গোপনীয়, তাই নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম প্রকাশ করা হয়নি। আর ভিসা নীতির লক্ষ্য হলো, কোনো পক্ষ নেয়া নয় বরং বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচন নিশ্চিত করা বা সমর্থন করা। মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার সোমবার (২৫ সেপ্টেম্বর) নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন। ব্রিফিংএ তিনি বলেছেন, আমি বলবো যে, শুক্রবার আমাদের ঘোষিত নতুন ভিসা বিধিনিষেধের মধ্যে আইন প্রযোগেকারী, ক্ষমতাসীন দল এবং রাজনৈতিক বিরোধী দল, উভয় পক্ষের সদস্যই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত মে মাসে নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করেন। সে সময় উদ্দেশ্য ছিলো কোনো পক্ষ নেয়া নয় বরং বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচন নিশ্চিত করা বা সমর্থন করা। ভিসা বিধিনিষেধে গণমাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, আমি মনে করি, আমরা যা বলেছি এবং ভিসা রেকর্ড গোপনীয় হওয়ায় আমরা নির্দিষ্ট সদস্য বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম প্রকাশ করিনি। তবে, এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে এগুলো আইন প্রযোগেকারী সংস্থার সদস্য, ক্ষমতাসীন দল এবং রাজনৈতিক বিরোধী দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের মন্তব্যের পর বিষয়টি স্পষ্ট করেছে দূতাবাস। সোমবার একটি ফেসবুক পোস্টে বলেছে, আমরা (ভিসা সীমাবদ্ধতা) নীতিটি যে কারো বিরুদ্ধে ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে প্রযোগে করছি (যারা বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করে)। এর মধ্যে সরকারপন্থী, বিরোধী দল, আইন প্রযোগেকারী সংস্থার সদস্য, বিচার বিভাগের সদস্য বা মিডিয়া ব্যক্তিরা রয়েছে। ঢাকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মুখপাত্র ব্রায়ান শিলার বলেছেন, যে কাউকে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন 'ক্ষুণ্ন' করতে দেখা গেলে, ভিসা নিষেধাজ্ঞার নীতিটি তার ক্ষেত্রে প্রযোগে করা যেতে পারে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি ইউএনবিকে বলেন, এর মধ্যে ভোট কারচুপি, ভোটারদের ভয় দেখানো, জনগণকে তাদের সংগঠনের স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতার অধিকার প্রযোগে করতে বাধা দেয়ার জন্য সহিংসতার ব্যবহার এবং রাজনৈতিক দল, ভোটার, সুশীল সমাজ বা মিডিয়াকে প্রতিরোধ করার জন্য পরিকল্পিত ব্যবস্থার ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র কেনিয়া প্রতিরক্ষা সম্পর্কের প্রশংসা করেছেন অস্টিন

কেনিয়াঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন মঙ্গলবার কেনিয়ার মান্দা বেতে অবস্থিত ক্যাম্প সিম্বায় দুই দেশের সেনাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্র এবং কেনিয়ার বাহিনীর মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে বলে উল্লেখ করেন এবং তিনি এই সম্পর্কের প্রশংসা করেন। যুক্তরাষ্ট্র এবং কেনিয়া সোমবার পাঁচ বছরের জন্য একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির লক্ষ্য হলো, পূর্ব আফ্রিকায় সন্ত্রাস দমন প্রচেষ্টা জোরদার করা এবং হাইতিতে নিরাপত্তা মিশনে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য কেনিয়ার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা। অস্টিন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে এবং বিশ্বজুড়ে নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নেতৃত্বের জন্য কেনিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞ। আর, হাইতিতে অপরাধী চক্রের সহিংসতা মোকাবেলায়, একটি বহুজাতিক নিরাপত্তা বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে আগ্রহ প্রকাশের জন্য কেনিয়াকে ধন্যবাদ জানায় যুক্তরাষ্ট্র। তিনি বলেন, বাইডেন প্রশাসন গত সপ্তাহে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের পার্শ্ব বৈঠক হাইতি মিশনের জন্য প্রতিশ্রুত ১০ কোটি ডলারের তহবিল অনুমোদনের জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা করবে।

কেনিয়ার উদাহরণ অনুসরণ করে, হাইতিতে পরিকল্পিত বহুজাতিক নিরাপত্তা মিশনে আরো কর্মী, সরঞ্জাম, সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও তহবিল সরবরাহ করতে অন্যান্য দেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন অস্টিন। ২০২১ সালে হাইতির প্রেসিডেন্ট জোভেনেল মোয়েস এর হত্যাকাণ্ডের পর দেশটিতে অপরাধী চক্রের সহিংতা বেড়ে যায়। এর পর সহিংসতা দমনের জন্য কেনিয়া হাইতিতে এক হাজার নিরাপত্তা কর্মকর্তা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেয়।জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এখনো ঐ নিরাপত্তা মিশন অনুমোদন করেনি। অক্টোবরে এই নিরাপত্তা অনুমোদনের জন্য জাতিসংঘের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

পরিকল্পনা স্তম্ভগুলিতে শ্রীমদ বাল্মীকি রামায়ণের ভিত্তিতে চৌপাই ও সংস্কৃত শ্লোক লেখা থাকবে এবং যেখানে স্থাপিত হবে,হিন্দী অনুবাদ ছাড়া সেই রাজ্যের স্থানীয় ভাষাতেও লেখা থাকবে

রাম বনগমন মার্গে স্থাপিত হচ্ছে ২৯০টি শ্রীরাম স্তম্ভ

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই জানিয়েছেন, ৪০বছরের গবেষণার পর, শ্রী রাম সাংস্কৃতিক শোধ সংস্থা ন্যাস ২৯০টি স্থান চিহ্নিত করেছে যেখান থেকে ভগবান রাম রামেশ্বরমে ভ্রমণ করেছিলেন। শ্রীরাম স্তম্ভ হবে হাইটেক, এতে দেওয়াকিউআরকোডটি স্ক্যান করলেই রাম বনগমন পথের পুরো কাহিনী দৃশ্যমান হবে।

৩০শে সেপ্টেম্বর অযোধ্যায় মণি পর্বতে প্রথম স্তম্ভ স্থাপন করা হবে।

ভগবান রাম বনবাসের সময় যে পথে নিয়েছিলেন সেই পথে ২৯০টি শ্রীরাম স্তম্ভ স্থাপন করা হচ্ছে।গোলাপী বেলেপাথরের তৈরি এই স্তম্ভগুলি, অযোধ্যা থেকে রামেশ্বরম পর্যন্ত মোট ২৯০টি জায়গায় বসবে, যে পথ দিয়ে ভগবান রাম অযোধ্যানগরীথেকে রামেশ্বরমে ভ্রমণ করেছিলেন।এই পথটিকে বাল্মীকি রামায়ণে রাম বন গমন মার্গ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেটি ভগবান রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণ অযোধ্যা থেকে নির্বাসনের সময় নিয়েছিলেন।

শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে দীর্ঘ ৪০বছরের গবেষণার পর, শ্রী রাম সাংস্কৃতিক শোধ সংস্থান ন্যাস ২৯০টি স্থান চিহ্নিত করেছে যেখান থেকে ভগবান রাম রামেশ্বরমে ভ্রমণ করেছিলেন।। অযোধ্যা থেকে রামেশ্বরম পর্যন্ত শ্রীমদ বাল্মীকি রামায়ণে উল্লিখিত এই সমস্ত স্থানে শ্রীরাম স্তম্ভ স্থাপন করা হবে, যেখানে আঞ্চলিক ভাষায় শ্লোক ও অর্থ সহ সেই স্থানেরগৌরব ও মহিমা বর্ণনা করা হবে।

সমস্ত শ্রীরাম স্তম্ভ হবে হাইটেক, এতে থাকা কিউআরকোডটি স্ক্যান করলেই রাম বনগমন পথের পুরো কাহিনী দৃশ্যমান হবে।

স্তম্ভ গোলাপী বেলেপাথর নির্মিত

দিল্লী'স্থিত প্রয়াত অশোক সিঙ্ঘল ফাউন্ডেশন এই ২৯০টি জায়গায় রাম স্তম্ভ স্থাপন করছে। ৩০শে সেপ্টেম্বর অযোধ্যায় মণি পর্বতে প্রথম স্তম্ভ স্থাপন করা হবে।ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে বাছাই করা গোলাপী বেলেপাথরপাথর থেকে স্তম্ভগুলি তৈরি করা হচ্ছেভগবান রামের মন্দিরে স্থাপনার জন্য। এই স্তম্ভগুলি রাজস্থানের বিখ্যাত গোলাপী বালি পাথর (স্যান্ডস্টোন) থেকে খোদাই করা হচ্ছে, যে পাথর শ্রীরাম মন্দির নির্মাণেও ব্যবহার করা হচ্ছে।উল্লেখ্য এই বেলেপাথরের আয়ু দীর্ঘ এবং দেখতেও সুন্দর।

পুরো ব্যয়ভারবহন করছে প্রয়াত অশোক সিঙ্ঘলেরনামে পরিচালিত অশোক সিঙ্ঘল ফাউন্ডেশন।উল্লেখ্য শ্রীরাম মন্দির আঃেদালনের পুরোধাপ্রয়াত শ্রী অশোক সিঙ্ঘলবিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন কার্যকরী সভাপতি, রাষ্ট্রবাদী এবং সনাতন সংস্কৃতির প্রচারক ছিলেন।

৩০শে সেপ্টেম্বর প্রথম স্তম্ভ অযোধ্যার মণিপর্বতে

শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে ভগবান রাম তাঁর নির্বাসনকালীন সময়ে অযোধ্যা থেকে রামেশ্বরমে যে সমস্ত জায়গায় গিয়েছিলেন,যার উল্লেখ বাল্মীকি রামায়ণে রয়েছে, সেই সমস্ত জায়গায়এই স্তম্ভ স্থাপন করা হবে। স্তম্ভগুলিতে শ্রীমদ বাল্মীকি রামায়ণের ভিত্তিতে চৌপাই ও সংস্কৃত শ্লোক লেখা থাকবে এবং যেখানে স্থাপিত হবে,হিন্দী অনুবাদ ছাড়া সেই রাজ্যের স্থানীয় ভাষাতেও লেখা থাকবে।স্তম্ভেরকলাম ১২১০এর ক্ষেত্রে স্থাপন করা হবে। প্রথম স্তম্ভটি২৭ সেপ্টেম্বর অযোধ্যায় প্রয়াত শ্রী অশোক সিঙ্ঘলের জন্মজয়ন্তী'তেপৌঁছেছে।

‘কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য বনদপ্তরের প্রতি বঞ্চনা করছে’রাজ্য বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক

আলিপুরদুয়ার ঃকেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য বনদপ্তরের প্রতি বঞ্চনা করছে, অর্থ না দেওয়ার দরুন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের কোর এলাকার বাসিন্দাদের স্থানান্তরিত করা যাচ্ছে না তাদের পূর্নবাসন করা যাচ্ছেনা এবং এর ফলে বক্সাতে বাঘ আনার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে, আলিপুরদুয়ারে ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসারের সম্মেলনে এসে এ কথা জানান রাজ্য বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এ বিষয়ে উল্লেখ্য, বক্সাতে বাঘ আনবে বলে বক্সায় জঙ্গলে ১৯ টি বনবস্তিকে অন্যত্র স্থানান্তর করা হবে। ইতিমধ্যেই বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ঘেরা গাঙ্গুটিয়া ও ভুটিয়া বনবস্তি মানুষের সাথে এ নিয়ে ইতিমধ্যেই চুক্তি হয়েছে বনদপ্তরের, এছাড়া আরো সাতটি বনবস্তির সাথেও কথা হয়েছে।এরজন্য এই সমস্ত বনবস্তির সকল প্রাপ্ত বয়স্কদের ১৫ লক্ষ্য টাকা দেওয়া হবে।তবে বনমন্ত্রী অভিযোগ করেন, ’কেন্দ্র রাজ্যের বনদপ্তরের প্রতি বঞ্চনা করছে এবং এখনও টাকা দিচ্ছে না। এর কারনে বনবস্তিদের অন্যত্র স্থানান্তর করা যাচ্ছে না। এবং বাঘ আনতে বিলম্ব হচ্ছে কেননা ১৯ টি বনবস্তিকে স্থানান্তরিত করা না গেলে বাঘ আনা যাবেনা।

মাথাভাঙ্গার হিন্দুস্থান মোড়ে এক্সিডেন্ট হয়ে গুরুতর আহত বৃদ্ধ

কোচবিহার ঃ মাথাভাঙ্গার হিন্দুস্থান মোড়ে এই মাত্র মোটরসাইকেলে এক বয়স্ক ব্যাক্তি এক্সিডেন্ট হয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় মাথাভাঙ্গা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।জানাজায় সেই ব্যাক্তি দুধ কিনে বাড়ি ফিরবার পথে উল্টো দিক থেকে একটি লরি আসায় বাইক আরোহী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে নাপাড়ায় দ্রুত গতিতে সেই বৃদ্ধ ব্যাক্তিকে ধাক্কা মারে।গুরু তর অবস্থায় সেই ব্যাক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় জানাজায় সেই ব্যাক্তির নাম ক্ষিতিন বর্মন। অন্য দিকে বাইক আরোহী দুজন আহত হওয়া সত্ত্বেও হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যায়।এদিকে গুরুতর যখম হওয়ায় বৃদ্ধ ব্যাক্তিকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে রেফার করে দেয়া হয়। এই বিষয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আলিপুরদুয়ার জেলার আলিপুরদুয়ার এক ব্লকের পাটকাপাড়া চা বাগানের কদমতলা এলাকায় শুক্রবার রাতে শিবচরণ মুণ্ডা নামে এক ব্যাক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করল এক যুবক

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলার আলিপুরদুয়ার এক ব্লকের পাটকাপাড়া চা বাগানের কদমতলা এলাকায় শুক্রবার রাতে শিবচরণ মুণ্ডা নামে এক ব্যাক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করল এক যুবক । এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় শুক্রবার রাতে পাটকাপাড়া এলাকায়। অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । মৃতদেহ উদ্ধার করেছে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ।। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গঠন হলো কোচবিহার জেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটি। সাত দিন পরে কর্মদক্ষ চয়ন হবে। জানালেন নেতৃত্ব

কোচবিহার ঃ জেলা পরিষদের ৩৪ টি, পরিষদ আসনের মধ্যে ৩২ টি আসনে জয়লাভ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। দীর্ঘ টানা পড়নের পর শেষমেষ স্থায়ী কমিটি গঠন করতে সমর্থক হলো কোচবিহার জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ। এর আগেই জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন এবং সহসভাপতি আব্দুল জলিল আহমেদ এর নাম ঘোষণা হয়েছিল। বাকি ৯টি কর্মাধ্যক্ষর নয়টি দপ্তরের স্থায়ী কমিটি গঠন হলো আজ। সাংবাদিক বৈঠকে কোচবিহার জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক জানান, আজকের স্থায়ী কমিটি গঠন হয়েছে, সাতদিন পরে এই কমিটি থেকেই কর্মাধ্যক্ষ বাছাই করে নাম ঘোষণা করা হবে। প্রতিটি কমিটিতে চারজন করে সদস্যের নাম আজ ঘোষণা হয়েছে। কমিটিতে দলনেতা হিসেবে নাম উঠে এসেছে মীর হুমায়ুন কবিরের। একই সাথে উপকরণ দক্ষ হিসেবে রয়েছেন নিরঞ্জন সরকার। এর বাইরে বাকি নয়টি দপ্তরের চারজন করে সদস্য রয়েছেন। এদিন অভিজিৎ বাবু পরিষ্কার জানান কর্মদক্ষ এখনো চয়ন করা হয়নি।

শিলিগুড়ি মহকুমার আপাড় বাগডোগরা এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে বাইক,আহত ২

শিলিগুড়ি ঃ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত আপাড় বাগডোগরা এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে বাইক। এই ঘটনায় আহত দুজন। জানা গিয়েছে যে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটি বাইকে দুই আরোহী বাগডোগরার দিকে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই আচমকাই রাস্তার উপর একটি গরু চলে আসে। নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে বাইকটি স্বজরে গরুকে ধাক্কা মারে। এবং বাইকে থাকা দুই আরোহী গুরুতর আহত হয়। এই দেখে তরীঘরী স্থানীয়রা খবর দেন পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বাগডোগরা থানার পুলিশ। এরপর আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। যদিও আহত দুজনের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে খবর। যদিও গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ডুয়ার্স দিশা প্রকল্পে জেলায় ছয় স্মার্ট লাইব্রেরি

আলিপুরদুয়ার ঃ ডুয়ার্সর চা বাগান সহ বিভিন্ন এলাকায় থাকা পুরোনো লাইব্রেরি গুলো কে নতুন করে সংস্কার করে স্মার্ট লাইব্রেরির রূপ দিল জেলা প্রশাসন। আর এই প্রকল্পের হত ধরে প্রথগত লাইব্রেরির ধ্যান ধারণাই একেবারে বদলে গিয়ে নতুন রূপে ধরা দিল জেলাবাসীর কাছে। এখানে এখন শুধু বই পড়াই নয়, সঙ্গে থাকছে আরো অনেক আধুনিক পঠন পাঠন ব্যবস্থা। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য জেলার প্রতিটি ব্লকে এই লাইব্রেরি গুলোই আগামী দিনে হয়ে উঠবে চাকুরী প্রার্থীদের একমাত্র সহায়তা কেন্দ্র। এখান থেকেই শিক্ষা নিয়ে জেলার প্রান্তিক এলাকার ছাত্র ছাত্রীরা উজ্বল ভবিষৎ তৈরী করবে সহজেই। এই লাইব্রেরি গুলোতে প্রথগত বই পড়ার পাশাপাশি এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য থাকছে অনলাইন স্মার্ট ক্লাসের ব্যবস্থা। যে কোনো সর্ব ভারতীয় প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় সফল হবার জন্য শিক্ষার্থীদের বিশেষ কোচিং করানো হবে এই লাইব্রেরি তে। এই বিষয়ে জেলা প্রশাসন কে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান মানবিক মুখ। তারা জেলা পুলিশের সঙ্গে যৌথ ভাবে ইতিমধ্যেই জেলা জুড়ে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে কাজ করে চলছে। এই মুহূর্তে জেলার মোট ৩৮টি লাইব্রেরির মধ্যে ছয়টি ব্লকে প্রতিটিতে একতি করে স্মার্ট লাইব্রেরি তৈরী করা হয়েছে।

রেলের কাজ নিয়ে বিজেপির পথসভা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সিউড়ি হাটজনবাজার রেল ওভারব্রিজের অসম্পূর্ণ কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছিল সেটা নতুন ঠিকাদার সংস্থা পেয়েছে তার কাজ দ্রুত শুরু হবে । রাঁচি ‒ ভাগলপুর বনাঞ্চল এক্সপ্রেস এবং মালদা টাউন ‒ দিঘা এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ পাচ্ছে সিউড়ি স্টেশন । সোমবার সন্ধ্যায় এক ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে সেকথা জানান বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় । সিউড়ির ভূমিপুত্র জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় । দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলায় জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদজ্ঞাপন করে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিউড়ি মসজিদ মোড়ে পথসভা করে বিজেপি । সদর শহর হয়েও সিউড়ি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক,বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঞ্চিত সেই প্রশ্ন তোলা হয় । বিজেপি জেলা সহসভাপতি দীপক দাস বলেন, তৃণমূল নেতাদের জোর করে কাটমানি আদায় করার জন্য কোনো ঠিকাদার সংস্থা রেল ওভারব্রিজের কাজ করতে পারছিল না । আবার নতুন করে টেন্ডার করা হয়েছে দ্রুত কাজ শুরু হবে । ভবিষ্যতে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় রেল,জল সহ সিউড়ির জন্য আরো অনেক কাজ করবেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে সিউড়ি কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়ে পরাজিত হয়েছিলেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় । একত্রিশে জুলাই ২০২২ সালে সিউড়ি স্টেশনে ভোরে সিউড়ি থেকে কলকাতা যাওয়ার সিউড়ি ‒ শিয়ালদহ মেমু এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । মেমু এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এই জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

রেল ওভারব্রিজের কাজ শেষ করার দাবিতে অবস্থান তৃণমূল কটাক্ষ বিজেপির

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ ২০১৭ সাল থেকে শুরু হয়েছে সিউড়ি হাটজনবাজার রেল ওভারব্রিজের কাজ । সেই কাজ দ্রুত শেষ করার দাবিতে বুধবার অবস্থান বিক্ষোভে বসে তৃণমূল । তৃনমূল সাংসদ শতাব্দী রায়,বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী,সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় সহ তৃণমূল নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন । সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, বহুবার রেলমন্ত্রককে চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও গড়িমসি করছিল । এক এক সময় একেকরকম বলছিল । কাজ দ্রুত শেষ করার দাবিতে এই অবস্থান বিক্ষোভ । বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, নাটক ছেড়ে পথে আসুন উন্নয়নমূলক রাজনীতিতে চ্যালেঞ্জ হোক । রেলের কাজ আমরা দেখবো । সিউড়ি শহরকে সদর শহর কেন্দ্রিক রাজনীতিতে প্রবেশ করাতে পেরেছি । সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে এমএ এমএসসি পড়ানো, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা, জল প্রকল্প,রাস্তাঘাট সংস্কার আগামী ছয়মাসের মধ্যে সাংসদ বিধায়ক করে দেখান ।

মোহন সুরক্ষার দাবিতে এবার বৃহত্তম আন্দোলনে নামতে চলেছে বানেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটি

কোচবিহার ঃ লাগাতার মোহন মৃত্যুর বিরুদ্ধে মোহন সুরক্ষার দাবিতে এবার বৃহত্তম আন্দোলনের পথে নামতে চলেছে বানেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটি।বিগত এক বছরে ৭০ এর ওপর মোহনের মৃত্যু ঘটেছে কোচবিহারের বানেশ্বর এলাকায়। এরপরেও উদাসীন প্রশাসন, এমনটাই অভিযোগ কে সামনে রেখে এবার বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামতে চলেছে মোহন রক্ষা কমিটি। শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন শীল। তিনি বলেন একাধিকবার বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে মোহনদের সুরক্ষার বিষয়ে আবেদন জানানো হয়েছে।

তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ির সামনে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল

কোচবিহার ঃতৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ির সামনে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। দিনহাটা দুই নম্বর ব্লকের বুড়িরহাট দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের জিৎপুরে ওয়ান এলাকায় পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ির সামনে ২ টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে, জিৎপুরে ওয়ান এলাকার বাসিন্দা তথা বুড়িরহাট ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পিংকি রায় মন্ডলের বাড়ির সামনে থেকে দুটি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। শুক্রবার সকাল আটটা নাগাদ বোমা দেখতে পান গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নিজের বাড়ির সামনে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পিংকি রায় মন্ডল অভিযোগ করে বলেন, গতকাল গভীর রাতে কে বা কারা আমার বাড়ির সামনে দুটি তাজা বোমা রেখে গিয়েছে জানিনা। এদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন বাড়ির বাইরে আসি দেখি বাড়ির সামনে দুটি তাজা বোমা পড়ে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ খবর দেই নাজিরহাট পুলিশ ক্যাম্পে। খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে পৌঁছায় নাজিরহাট ক্যাম্পের পুলিশ এবং তাজা বোমা দুটি নিষ্ক্রিয় করে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তিনি আরো বলেন এলাকায় আতঙ্ক ছড়াতে কে বা কারা এই তাজা বোমা দুটি রেখে গিয়েছে তা জানিনা।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা, তবে বিগত কয়েক বছর ধরে মূল্যবৃদ্ধির কারণে কার্যত চরম সমস্যায় পড়েছে এলাকার মৃৎশিল্পীরা

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ হাতেগোনা আর কয়েক দিন বাকি পুজো, ইতি মধ্যেই প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা, তবে বিগত কয়েক বছর ধরে মূল্যবৃদ্ধির কারণে কার্যত চরম সমস্যায় পড়েছে এলাকার মৃৎশিল্পীরা, পাশাপাশি সমস্যায় পড়েছে বিভিন্ন পূজা কমিটি গুলি, তবে এই বছর বর্ষা কালে ঠিক মত বর্ষা না হওয়ার কারণে অসময়ে হচ্ছে বৃষ্টিপাত যার ফলে চরম সমস্যায় পড়েছে মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা তৈরি করতে কার্যত হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের, একই অসময়ে বৃষ্টি তারই মাঝে মূল্য বৃদ্ধি এই পরিস্থিতিতে তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটের মৃৎশিল্পী বিভাষ মান্না, আগে যেভাবে প্রতিমা বিক্রি হতো সেভাবে বিগত কয়েক বছর ধরে মূল্য বৃদ্ধির কারণে বিক্রি হচ্ছে না প্রতিমা, তাই পরিমানের চেয়ে কম তৈরি করতে হচ্ছে প্রতিমা, বিভিন্ন পুজো কমিটির সদস্যরা আসছেন দাম করছেন কিন্তু বুকিং করছে না, এই নিয়ে প্রচুর সমস্যায় পড়েছি, তবে যাই হোক বহু সমস্যার মাঝে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত এলাকার মৃৎশিল্পীরা।

দুটি বাড়িতে তালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরি

নদিয়া ঃ রাতের অন্ধকারে থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে মাত্র ৫০ মিটারের মধ্যে একই সময়ে পরপর বন্ধ দুটো বাড়িতে চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হলো নদিয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কৃষ্ণগঞ্জ থানা লাগোয়া ময়রা পাড়া এলাকায়। জানা গেছে দুটি বাড়ির মালিক একই দিন বাড়িতে না থাকার কারণে বাড়ি দুটি তালা বন্ধ অবস্থায় ফাঁকা ছিল। সেই সুযোগে রাতের অন্ধকারে চোরেরা পরপর দুটি বাড়িতে দরজার তালা ও জানলার গ্রিল ভেঙে ভিতরে ঢুকে লুটপাট চালায়। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির মালিকেরা ফিরে দরজার তালা ভাঙ্গা অবস্থায় দেখতে পান। পরে ঘরের ভেতরে আলমারি থেকে শুরু করে খাটের ও বাক্সের সবকিছু ভেঙে বহু মূল্যের সোনা রুপার গহনা সহ কাশা পিতলের বাসনপত্র ও বেশ কিছু শাড়ি চুরি হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তারা। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা বিনা বিশ্বাসের অভিযোগ, বাড়ি যদিও ফাঁকা ছিল বলেই চোরেরা ঘরে ঢুকে সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। সকালে বাড়ির মালিকেরা ফিরে এসে দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান এবং ঘরের ভেতরে ঢুকে সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে গিয়েছে চোরেরা দেখে রীতিমতো হতবাক হয়ে যান। তিনি বলেন, কৃষ্ণগঞ্জ থানা থেকে মাত্র ৫০ মিটার দূরত্বে ও বিডিও অফিস লাগুয়া এলাকায় যদি এই ধরনের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে তাহলে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা কোথায়? থানা ও বিডিও অফিসের মত দুটি প্রশাসনিক ভবন লাগোয়া জায়গায় পরপর দুটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় রীতিমতো প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ।

কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে মায়ের আরাধনা

তারাপীঠ ঃ বৃহস্পতিবার কৌশিকী অমাবস্যা , ১৪ সেপ্টেম্বর ভোর ৫.৩১ মিনিটে শুরু হয়েছে কৌশিকী অমাবস্যা তিথি। এমনিতে আর পাঁচটা অমাবস্যার মতো শুনতে লাগলেও তন্ত্রসাধকদের কাছে ভাদ্রমাসের এই অমাবস্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সাথে তাৎপর্যপূর্ণ। বীরভূমের তারাপীঠে তারা মায়ের মন্দিরে মহা ধুমধাম করে পুজো করা হয় এই অমাবস্যা তিথিতে। মা তারার অপর নাম নাম কৌশিকী। কথিত রয়েছে কৌশিকী রূপেই শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করেছিলেন মা । এর আরেক নাম তারা রাত্রি । অনেকে মনে করেন তন্ত্রের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শক্তি দিয়ে এই একজন প্রকৃত সাধক স্বর্গ কিংবা নরকে যেতে পারেন । তাঁর সাধনার উপর ।ভক্তদের বিশ্বাস রয়েছে এই তিথিতেই তারাপীঠের মহাশ্মশানের শ্বেতশিমূল গাছের তলায় বসে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সাধক বামাক্ষ্যাপা।তখন তারাপীঠ চন্ডীপুর নামে পরিচিত ছিল । ১২৭৪ বঙ্গাব্দের কৌশিকী অমাবস্যার রাতে, ’তারাপীঠ মহাশ্মশানের’ শ্বেতশিমূল বৃক্ষের তলায়, পঞ্চমুন্ডির আসনে তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, ’সাধক বামাক্ষ্যাপা’ এমনটাই কথিত রয়েছে। এখানে সিদ্ধিলাভ করেছেন অসংখ্য সাধক । যেমন ‒ বিশে ক্ষ্যাপা , ল্যাংটা বাবা , কমলাকান্ত , রাজা রামকৃষ্ণ , কৈলাশপতি বাবা মোক্ষদানন্দ , আনন্দনাথ প্রমুখ। কৌশিকী অমাবস্যার আগের দিন হয় অঘোর চতুর্দশী । ঘোর মানে অন্ধকার । অঘোর অর্থ অন্ধকার থেকে আলো । এবারে কৌশিকী অমাবস্যায় বাংলা তথা সারা ভারত থেকে শুধু নয় সাধক ও তান্ত্রিকরা আসছেন সুদূর রাশিয়া ও ইটালি থেকে । তান্ত্রিকদের নিকট আজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন । এবারে ২০২৩ সালে কৌশিকী অমাবস্যা তিথি শুরু হহয়েছে ১৪ সেপ্টেম্বর ৫‵৩১ মিনিটে আর থাকবে ১৫ সেপ্টেম্বর ভোর ৬‵৩০ মিনিট পর্যন্ত ।১৪ সেপ্টেম্বর সারাদিন রাত অমাবস্যা থাকার কারণে কৌশিকী অমাবস্যা পালিত হচ্ছে ১৪ সেপ্টেম্বর বা ২৭ ভাদ্র ১৪৩০ বৃহস্পতিবার । কৌশিকী তিথি শুরু হতেই গর্ভগৃহ খুলে দেওয়া হয়েছে । দেবীকে আড়াই কিলো ওজনের শোল মাছ পোড়া দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয়। সন্ধ্যায় ৭টায় হবে মাকে ডাকের সাজে সাজিয়ে সন্ধ্যারতি ।গভীর রাতে মাকে খিচুড়ি , কারণবারি ও পাঁঠার মাংস ইত্যাদি দিয়ে ভোগ দেওয়া হবে । ভোর ৩টে থেকে একঘন্টার জন্য মাকে বিশ্রাম দেওয়া হবে । এরপরে মাকে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে গর্ভগৃহ খুলে দেওয়া হবে । প্রচুর ভক্ত দূর দূরান্ত থেকে এসে সকাল থেকেই ভিড় করছেন তারাপীঠ মন্দির চত্বরে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে হাসপাতালে সারপ্রাইজ ভিজিট করলেন অল ইন্ডিয়া তপশিলি ফেডারেশন চেয়ারম্যান

উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালের ঘটনা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে সারপ্রাইজ ভিজিট করলেন অল ইন্ডিয়া তপশিলি ফেডারেশন চেয়ারম্যান মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানতে নেই না হঠাৎ চলে আসবেন ভিজিট করতে, ঠিক তেমনি হঠাৎ করে হাসপাতাল ভিজিট করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন অল ইন্ডিয়া তপশিলি ফেডারেশন চেয়ারম্যান হাসপাতালের কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মীর পাশাপাশি চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি এছাড়াও রোগীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি রোগীর পরিজনদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি তাদের সমস্যার কথা জানতে চান হাসপাতালের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ক্ষতি থেকে তিনি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেবেন এবং যাতে অত্যন্ত এই সকল এলাকার মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে পান সেটিও তিনি আশা করেন।

আজব এক গ্রাম , বর্ষাকালে ছমাস জলমগ্ন , চর্ম রোগে আক্রান্ত শয়েশয়ে গ্রামবাসী

মন্দিরবাজার ঃএক আজব এক গ্রাম । বর্ষাকালে ছমাস ধরে জলমগ্ন গোটা এলাকা ।চর্ম রোগে ভুগছেন শয়েশয়ে পরিবার । সব দেখেও প্রশাসন নির্বিকার । দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার ব্লকের লক্ষীকান্তপুর, নলপুকুর ও পোলেরহাট এই তিনটি গ্রামের পাঁচটি পাড়া বছরের ছমাস জলমগ্ন হয়ে থাকে । সাপব্যাঙ , বিষাক্ত পোকামাকড়ের সঙ্গে মানুষের বাস । সব জেনে শুনেও প্রশাসন উদাসীন। এইভাবে থাকাটা শুধু এক দু দিনের জন্য নয়, আজ ১০ থেকে ১৫ বছর এইভাবে জীবনযাত্রা কাটিয়ে যাচ্ছেন এলাকার মানুষ । আরো অভিযোগ এই অবস্থার মধ্যে সাপ ব্যাঙ ও বিষাক্ত কীটপতঙ্গের সঙ্গে বসবাস করতে হচ্ছে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষকে। ইতিমধ্যে চার থেকে পাঁচজনকে সাপের ছোবল খেতে হয়েছে। সন্ধ্যার পরে আতঙ্কে ঘুম চলে যাচ্ছে এলাকার মানুষের। পিপাসার জল হিসাবে ডুবে থাকা কলের দুর্গন্ধ যুক্ত জল খেতে হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া প্রায় বন্ধ। বৃদ্ধবৃদ্ধারা গৃহবন্দী। অসুস্থ মানুষ সুযোগ পাচ্ছেননা চিকিৎসা করানোর। অভিযোগ প্রতিটা বাড়িতে বাড়িতে জ্বর, মশার উপদ্রব, গায়ে চর্মরোগ ভরে যাচ্ছে পচা জল মাড়িয়ে হাঁটাচলা করার ফলে। উপায় নাদেখে অনেকেই ছমাসের জন্য নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে যান অন্যত্র ভাড়া ঘরে। কারণ রান্নাঘর থেকে শোবার ঘর পর্যন্ত সবই জলমগ্ন ।এমনকি আইসিডিএস সেন্টার স্কুল ও এই জল যন্ত্রনাতে ভুগছে।আর মানুষের এই জল যন্ত্রণা নিয়ে শুরু হয়েছে শাসকবিরোধীদের তরজা। শাসকদলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ওই এলাকা রেলের অধীন। তারা কাজ করতে গিয়ে রেল দপ্তরের দ্বারা হেনেস্তার শিকার হয়েছেন । বিজেপির মদতে রেলের আধিকারিকরা তাদের ড্রেজার মেশিন সিজ করে ন’জনকে কেস দিয়েছে । তা সত্তেও তারা খাল কেটেছে কেল্‌ভাট তৈরি করেছে। রেল অনুমতি দিলে এক সপ্তাহে এসব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ।অন্যদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এমপি, এমএলএ , পঞ্চায়েত সমিতি, প্রধান, মেম্বার, সবই শাসকদলের। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে তারা এলাকার মানুষের কাছে ভুল বার্তা দিতে ক্ষমতাহীন বিজেপিকে দোষারোপ করে চলেছে। চ্যালেঞ্জের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে , সৎ সাহস থাকলে বিধায়ক সকলকে নিয়ে রেলের ডিআরএমের কাছে চলুন । তাহলে বোঝা যাবে যে তারা মানুষের জন্য কিছু করতে চায়। কয়েক বছর ধরে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে তাদের এই মিথ্যা নাটক । মানুষ এসব সব বুঝতে পেরেছেন। এই মিথ্যা নাটক বেশি দিন চলবে না।

নিম্নমানের ও বড় মাপের পোশাক বিতরণের অভিযোগ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

জলপাইগুড়ি ঃ নিম্নমানের ও বড় মাপের পোশাক বিতরণের অভিযোগ উঠলো হলদিবাড়ি ব্লকের হেমকুমারী উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এনিয়ে স্কুল চত্বরে ক্ষোভে ফেটে পড়ে পড়ুয়া সহ অভিভাবকরা। বড় মাপের পোশাক গায়ে বিদ্যালয়ের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভে সামিল হয় পড়ুয়ারা। দ্রুত ভালো মানের ও সঠিক মাপের পোশাক বিতরণের দাবি তোলেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা।অভিভাবকদের অভিযোগ যেমন খুশি একটা পোশাক তৈরি করে দিলেই হলো এমন একটা ভাব কর্তৃপক্ষের।যদিও পোশাক তৈরির দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দাবি,জেলা থেকে কাপড়ের কাটিং করে পাঠানো হয়েছে। তারা শুধু সেলাই করে স্কুলে পৌঁছে দিচ্ছে। সেগুলি ফেরত নিয়ে আবারও ঠিক করে দেওয়া হবে। তবে ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষকে লিখিত অভিযোগ জানাতে বলা হয়েছে। তারা পোষাক তৈরির দায়িত্বে থাকা সংস্থার সঙ্গে কথা বলে সেগুলিকে পুনরায় ঠিক করে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার রায় জানান, অভিভাবকদের তরফে কাপড়ের মান ও ছোটবড়ো নিয়েও অভিযোগ পেয়েছি।বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

কয়েকটি ট্রেনের বাতিলকরণ ও সময় পুনর্নির্ধারণ

মালিগাঁও (সব্যসাচী দে) ঃ পরিচালনামূলক সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের নিম্নলিখিত জয় রাইড ট্রেনগুলি নীচের বর্ণনা অনুযায়ী বাতিল করা হয়েছে।

০২ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে ০১ জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবার, বুধবার ও শনিবার যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ৫২৫৩৯ (নিউ জলপাইগুড়িদার্জিলিং) এসি প্যাসেঞ্জার বাতিল থাকবে।

০৩ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে ০২ জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও রবিবার যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ৫২৫৩৮(দার্জিলিং-নিউ জলপাইগুড়ি) এসি প্যাসেঞ্জার বাতিল থাকবে।

এছাড়াও নর্দান রেলওয়ের লুধিয়ানা জং.অমৃতসর জং. সেকশনের জলন্ধর ক্যান্ট.এ প্ল্যাটফর্মে থাকা স্টিল ট্রাসগুলি ডিলঞ্চ করার জন্য ট্র্যাফিক ব্লকের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সেকশন দিয়ে অতিক্রম করা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কয়েকটি ট্রেন নীচের বর্ণনা অনুযায়ী বাতিল করা হয়েছে এবং সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৪ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৪৬৫৪ (নিউ জলপাইগুড়িঅমৃতসর জং.) এক্সপ্রেস এবং ০৬ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৪৬৫৩ (অমৃতসর জং.নিউ জলপাইগুড়ি) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

এছাড়াও, ০১ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে কামাখ্যা থেকে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬৫৫ (কামাখ্যাশ্রী মাতা বৈষ্ণদেবী কাতরা) এক্সপ্রেসটির সময় ১১.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৪.০০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

এছাড়া, কিষানগড় স্টেশনে ট্রেন নং. ১৯৬১৫১৯৬১৬ (উদয়পুর কামাখ্যা উদয়পুর) সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের স্টপেজ প্রদান করা হয়েছে। ট্রেন নং. ১৯৬১৫ (উদয়পুর কামাখ্যা) এক্সপ্রেসটি কিষানগড়ে ২১.২৭ ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং ২১.২৯ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। ট্রেন নং. ১৯৬১৬ (কামাখ্যা উদয়পুর) এক্সপ্রেসটি কিষানগড়ে ১৭.২২ ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং ১৭.২৪ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে।

সৌদি আরবইসরায়েল চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যকে কী দেবে?

রিয়াদ ঃ সৌদি আরব ও ইসরায়েলের মধ্যকার একটি চুক্তি নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। কী সেই চুক্তি? অনেকের ধারণা এতে সৌদিইসরায়েল দূরত্ব অনেকটা কমবে। আদৌ কি তা হবে?

মার্কিন মধ্যস্থতায় কয়েক মাস ধরে একের পর এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর শেষ পর্যন্ত সৌদি আরব ও ইসরায়েল একটি চুক্তি করতে সম্মত হয়েছে। গত সপ্তাহে সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান এই চুক্তি চূড়ান্তের পথে আছে বলে নিশ্চিত করেছেন। তার মতে, এটি হতে যাচ্ছে শীতল যুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক চুক্তি। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি।

এদিকে, গত শুক্রবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ভাষণে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুও দুই দেশের মধ্যকার এই আলোচনা নিয়ে উচ্চাশা লুকাননি।

তবে দুই শীর্ষ নেতৃত্বের এমন আশাবাদে বাস্তবতার প্রতিফলন কতটা তা নিয়ে শঙ্কা আছে অনেকের।

সৌদি আরবের লক্ষ্য উদ্ভাবন ও নিরাপত্তা

মোহাম্মদ বিন সালমানের শাসনাধীন সৌদি আরব ২০২১ সালে কাতারের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করেছে, আঞ্চলিক 'শত্রু' ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং ইয়েমেনে ইরান সমর্থিত হুদি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধের অবসান করতে চাইছে।

সৌদি আরবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উত্তরণের 'ভিশন ২০৩০'এর অংশ এসব। তেলসমৃদ্ধ দেশটি জ্বালানি তেল ছাড়াও অন্যান্য অর্থনৈতিক উৎস তৈরি করছে। জ্বালানি তেলের বদলে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বাড়তি মনোযোগ, পর্যটন ও উদ্ভাবনে গুরুত্ব দিচ্ছে তারা।

সেদিক থেকে ইসরায়েলের প্রযুক্তি শিল্প সৌদি আরবকে সহযোগিতা করবে। এছাড়া ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক অবনতি হলে ইসরায়েলকে পাশে রাখতে চাইবে তারা। কারণ ইরান ইসরায়েলেরও শত্রু।

ইসরায়েলের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থানের বিনিময়ে সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকেও কিছু সুবিধা চাইছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, সৌদি আরব নিজস্ব নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম চায় এবং সে জন্য তাদের যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দরকার।

নেতানিয়াহুর প্রত্যাশা রাজনৈতিক উত্তরণ

রাজনীতি বিশ্লেষকরা মনে করছেন, সৌদি আরবের সঙ্গে সমঝোতা ইসরায়েলের জন্য বিরাট কৌশলগত লাভ। মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের আর ফিলিস্তিন ইস্যুকে ডিঙ্গাতে হবে না।

তবে কাজটি যে সহজ হবে না তাও বোঝা যাচ্ছে। প্রতিবাদ শুধু ফিলিস্তিনিদের তরফেই হবে তা নয়, ইসরায়েল সরকারের দক্ষিণপন্থি অংশও এতে রাজি হবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের রাজনীতি

মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের জন্য একটা স্থিতিশীল অবস্থা তৈরি অনেক মার্কিনির দীর্ঘদিনের আশা। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সেই কাজে মধ্যস্থতা করা মানে হচ্ছে আগামী নির্বাচনের প্রচারণায় তা অনেক ভালোভাবে কাজে আসবে।

একইসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে জবাব দিতে এই পদক্ষেপ কাজে লাগবে।

মুনাফার আশায় পরিবেশের ক্ষতি?

চিলি ঃ ২০২০ সালে বিশ্বে প্রায় এক কোটি ইলেকট্রিক যান রাস্তায় ছিল। ২০২৫ সালের মধ্যে এই সংখ্যা প্রায় আট কোটি হবে। ইলেকট্রিক যানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ লিথিয়ামআয়ন ব্যাটারি। চিলিতে বিশ্বের অন্যতম বড় লিথিয়ামের ভাণ্ডার আছে।

কিন্তু লিথিয়াম উৎপাদন করতে গিয়ে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। তাই চিলির সামনে এখন প্রশ্ন, ইমোবিলিটির প্রসার বৃদ্ধি থেকে লাভবান হতে কি লিথিয়াম উৎপাদন বাড়ানো হবে, নাকি পরিবেশ রক্ষার দিকে মনোযোগ দেয়া হবে। চিলির লিথিয়ামের বেশিরভাগই অন্য দেশে প্রক্রিয়াজাত করা হয় বিশেষ করে চীনে। চীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় লিথিয়াম আমদানিকারক এবং সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারকও। এশিয়ার এই দেশটি পরিশোধন শিল্প এবং লিথিয়ামআয়ন ব্যাটারি উৎপাদনে আধিপত্য বিস্তার করছে। বিশ্বের মোট লিথিয়ামআয়ন ব্যাটারির ৭৯ শতাংশ উৎপাদন করে চীন। এরপরে আছে যুক্তরাষ্ট্র, হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ড।

চিলির নিজস্ব উৎপাদন শিল্প গড়ে তোলা কতটা বাস্তবসম্মত, বিশেষ করে যখন তাকে চীনের সিএটিএল কোম্পানির মতো বড় উৎপাদনকারকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে? ব্যাটারি ও সাপ্লাই চেন বিশেষজ্ঞ ক্রিস বেরি বলছেন, ''তাত্ত্বিকভাবে বললে, চিলিতে আপনি সাপ্লাই চেন গড়ে তুলতেই পারেন। ক্যাথোড, অ্যানোড ও ব্যাটারি উৎপাদন করতে পারেন। এমনকি ইলেকট্রিক যানও তৈরি করতে পারেন। কিন্তু ইলেক্ট্রিক যানের সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে ইইউ ও চীন, এবং তারাও তাদের নিজস্ব সাপ্লাই চেইন গড়ে তুলছে, তাদের সেই ক্ষমতা আছে। ফলে চিলিকে তার উৎপাদিত পণ্য ঐসব বাজারে বিক্রির জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে। তাই আমার মনে হয়, নিজস্ব সাপ্লাই চেন গড়ে তোলার বিষয়টা সফল হবে না।''

তাহলে কি চিলি বড় কার্বন নির্গমনকারী দেশগুলোতে শুধু কাঁচামাল সরবরাহকারী হিসেবে থেকে যাবে, যারা এখন তাদের জলবায়ু লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে চাইছে? যেমন চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ। চিলির ইউডিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলডো মাডারিয়াগা বলেন, ''ডিকার্বনাইজেশন বিষয়ে বিশ্বে একটি বিভাজক রেখা ও দ্বন্দ্ব রয়েছে। কারণ গ্লোবাল নর্থ তাদের উচ্চ

কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোকে ডিকার্বনাইজ করার জন্য গ্লোবাল সাউথকে সম্পদ আহরণে আরও বেশি চেষ্টা করতে বলছে। আর গ্লোবাল সাউথ বলছে, ঠিক আছে, এটা আমার জন্য ভালো, কারণ তাহলে আমি আরও বিনিয়োগে পেতে পারি। কর্মসংস্থান বাড়াতে পারি। রাষ্ট্রীয় সম্পদ আরও বাড়াতে পারি।''

লিথিয়াম উৎপাদনকে আরও কয়েকটি নতুন অঞ্চলে প্রসারিত করতে চায় চিলি পরিবেশ রক্ষায় সহায়তার জন্যও আরও কিছু করতে চায়।

এখন পর্যন্ত সালার ডে আটাকামা এলাকায় লিথিয়াম উত্তোলনের কাজ বেশি হয়েছে। সেখানেই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি লিথিয়াম রয়েছে। সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ ব্রাইন থেকে পণ্য নিষ্কাশনে তুলনামূলকভাবে কম সিওটু নির্গত হয়। তবে এতে প্রচুর পানি খরচ হয়। তাই ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে। জলাভূমিগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। ইকোসিস্টেম ঝুঁকির মুখে পড়ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ ভূমি ও সামুদ্রিক অঞ্চল রক্ষার অঙ্গীকার করেছে চিলি। লিথিয়াম উত্তোলনের নতুন প্রক্রিয়াও খুঁজছে। লিথিয়াম বিশেষজ্ঞ জাইমে আলে বলেন, ''আরও আধুনিক পদ্ধতির সন্ধান করা হচ্ছে। যেমন পানির ব্যবহার কমাতে সরাসরি লিথিয়াম উত্তোলন করা এবং খননকাজে স্থানীয়দের আরও বেশি করে যুক্ত করা, যেন তারাও লাভের ভাগ আরও বেশি পেতে পারে। যেমন আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকদের।''

সমস্যা হলো, নতুন কৌশলগুলো এখনও বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। কখন সেগুলো ব্যবহারের উপযোগী হবে, তাও স্পষ্ট নয়।

কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার ঃ ইমোবিলিটির প্রসার বাড়ছে, এবং চিলি এ থেকে আরও লাভের আশা করছে। কিন্তু চিলির অগ্রাধিকার কী হবে, তা স্পষ্ট নয় রাষ্ট্রীয় মুনাফা বাড়ানো নাকি পরিবেশ রক্ষা করা। নাকি দুইয়ের মধ্যে একটি ভালো ভারসাম্য খুঁজতে সমর্থ হবে সরকার।

এশিয়াডে ভারতের পাঁচ সোনা, বাংলাদেশের একটি ব্রোঞ্জ

বেইজিং ঃ চীনে ২০২৩ সালের এশিয়ান গেমসে ভারত পাঁচটি সোনা, সাতটি রুপো ও ১০টি ব্রোঞ্জ নিয়ে পাঁচ নম্বরে। বাংলাদেশের একটি ব্রোঞ্জ।

মেয়েদের ক্রিকেটে ভারত সোনা পেয়েছে এবং বাংলাদেশ ব্রোঞ্জ। বংলাদেশের এটাই এখনো পর্যন্ত একমাত্র মেডেল।

বুধবার এশিয়ান গেমসর ষষ্ঠ দিনে ভারত এখনো পর্যন্ত আটটি মেডেল জিতে নিয়েছে।

বুধবার ৫০ মিটার রাইফেল শুটিংয়ে ৩ পজিশনএ বিশ্বরেকর্ড করে সোনা জিতেছেন ভারতের সিফট কাউর সামরা। ব্রোঞ্জ পেয়েছেন আশি চোকসি।

সিফট তিনটি বিভাগ মিলিয়ে ৩১২ দশমিক পাঁচ পয়েন্ট স্কোর করেন এবং সোনা জেতেন। এছাড়া ৫০ মিটার ৩ পজিশনসে দলগত বিভাগে রুপো পেয়েছে ভারত।

এশিয়ান গেমসে ভারতের নারী শুটার রমিতা। এশিয়ান গেমসে ভারতের নারী শুটার রমিতা।

মেয়েদের ২৫ মিটার শুটিংয়ে দলগত বিভাগে সোনা পান মনু ভাস্কর, রিদম সাঙ্গোয়ান ও এশা সিং। পরে এশা ব্যক্তিগত বিভাগে রুপো পেয়েছেন। শুটিংয়ে স্কিট বিভাগে ছেলেদের দল ব্রোঞ্জ পেয়েছে। শুটিংয়ে অনন্তজিৎ সিং লারুকা রুপো পেয়েছেন। সেলিংয়েও ব্রোঞ্জ পেয়েছে বিষ্ণু সারভানন।

মেয়েদের ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সোনা জিতেছে ভারত। অশ্বারোহণে ৪১ বছর পর সোনা জিতেছে ভারতীয় দল।

বাংলাদেশের মেয়েদের ক্রিকেট দল পাকিস্তানকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছে।

বাংলাদেশের হকি দল জাপানের কাছে ৭-২ গোলে হারে। পরে পাকিস্তানের কাছেও তারা ৫-২ গোলে হেরে যায়। সেখানে তাদের লড়াই প্রশংসিত হয়েছে।

বাংলাদেশের ফুটবল দল ভারতের কাছে এক গোলে হেরেছে। তার আগে মিয়ানমারের কাছেও আত্মঘাতী গোলে হেরে তারা গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু শেষ ম্যাচে তারা চীনকে ১-১ গোলে রুখে দিয়েছে।

শুটিংয়ের একটি ইভেন্টে বশির ফাইনালে উঠেছিলেন। তবে মেহাক ফতিমা কোয়ালিফাইং পর্যায়ের বেড়া টপকাতে পারেননি।

স্কোয়াশে পাকিস্তানের মেয়েরা ভারতের মেয়েদের কাছে পরাজিত হয়েছে। ছেলেদের ভলিবলে পাকিস্তান ভারতকে হারিয়ে পঞ্চম স্থান পেয়েছে। টেনিসে মিক্সড ডবলসে ভারতের কাছে হারতে হয়েছে পাকিস্তানকে।

মানবপাচারের অভিযোগে জার্মানিতে পাঁচ জন গ্রেপ্তার

বার্লিন ঃ মানবপাচারের ডেরা সন্দেহে কয়েকটি বাসায় অভিযান চালাতে গিয়ে একশরও বেশি সিরীয়কে উদ্ধার করেছে পুলিশ। সিরীয় অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জার্মানিতে নিয়ে আসছে একটি চক্র এমন তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানের সময় মানবপাচারে জড়ানোর অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।গ্রেপ্তারকৃত পাঁচজনই সিরিয়ার। জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন তারা। সংবাদসংস্থা ডিপিএ জানাচ্ছে, তাদের সকলেরই পরিবার জার্মানিতে রয়েছে ও তাদের বিরুদ্ধে একশরও বেশি সিরীয়কে অবৈধভাবে জার্মানিতে নিয়ে আসার অভিযোগ রয়েছে। গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় জার্মানির উত্তরাঞ্চলের শহর স্টাডের দুজন নারী ও এক পুরুষ, পশ্চিমাঞ্চলের শহর গ্লাডবেকের আরেকজন নারী ও পুরুষের কথা উল্লেখ করা হয়। যাদের জার্মানিতে নিয়ে আসা হয়েছিল, তারা প্রত্যেকে মাথাপিছু তিন থেকে সাত হাজার ইউরো দিয়েছেন দালালদের। এই অর্থ দিয়ে অভিযুক্তরা স্বর্ণ কিনেছে বলে জানাচ্ছে ডিপিএ। পুলিশসূত্র বলছে, মানবপাচারের সাথে পাশাপাশি এই চক্রের বিরুদ্ধে টাকা পাচারের অভিযোগও আছে। জার্মানির হেসেন, বাভারিয়া ও ব্রেমেন রাজ্যেও অভিযান চালায় পুলিশ। সব মিলিয়ে সাড়ে তিনশরও বেশি জায়গায় অভিযান চালাতে হয় তাদের।

ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা পাচ্ছে জার্মানি

ওয়াশিংটন ঃ ওয়াশিংটনের ছাড়পত্রের পর সম্ভবত বৃহস্পতিবারই জার্মানি ইসরায়েলের কাছ থেকে 'অ্যারো থ্রি' ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা কেনার লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করতে চলেছে। ইইউ তথা ন্যাটোর আকাশসীমার সুরক্ষায় সেটা হবে বড় পদক্ষেপ।

প্রায় ২০ মাস ধরে চলে আসা ইউক্রেন যুদ্ধ ইউরোপের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির মূলে আঘাত করেছে। শীতল যুদ্ধ পরবর্তী শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিবেশের বদলে রাশিয়ার মতো পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের আশঙ্কা আবার বাস্তব হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে বিশেষ করে ডনাল্ড ট্রাম্পের পুনরুত্থানের সম্ভাবনার মুখে ইউরোপের সুরক্ষার জন্য অ্যামেরিকার উপর আর আগের মতো নির্ভর করাও অবাস্তব হয়ে উঠছে। তাই বাধ্য হয়ে সামরিক প্রস্তুতি ও ক্ষমতা বাড়ানোর পথে এগোচ্ছে জার্মানিসহ ইউরোপের অনেক দেশ। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস গত বছরই ইউরোপের আকাশে ক্ষেপণাস্ত্র বা বিমান হামলা প্রতিরোধ করতে নিরাপত্তা বলয় প্রস্তুত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অনেক সামরিক বিশেষজ্ঞ রায় দিয়েছিলেন, ইসরায়েলের 'অ্যারো থ্রি' মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম এমন রক্ষাকবচ হিসেবে উপযুক্ত। গত জুন মাসে জার্মান সংসদের এক কমিটি এই প্রণালী কেনার পক্ষে রায় দেয়। সেই পরিকল্পনা এবার বাস্তব রূপ পেতে চলেছে। বৃহস্পতিবার বার্লিনে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইওয়াভ গালান্ট ও জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিউস 'অ্যারো থ্রি' মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম কেনার লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। গালান্টের মুখপাত্র মঙ্গলবার এ কথা জানিয়েছেন। ৩৫০ থেকে ৪০০ কোটি ইউরো অংকের এই চুক্তি ইসরায়েলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অস্ত্র বিক্রির নজির গড়তে চলেছে বলে সে দেশ জানিয়েছে। সবকিছু পরিকল্পনামতো চললে জার্মানিসহ প্রতিবেশী দেশগুলি দুই বছরের মধ্যে 'অ্যারো থ্রি'র ছত্রছায়ায় চলে আসবে। সে ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র থেকে সুরক্ষার মাত্রা আরো বেড়ে যাবে। এই প্রণালীর নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরেই শত্রুর ক্ষেপণাস্ত্র সরাসরি আঘাত করে ধ্বংস করে দেবে। গত মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে এই অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিক্রির অনুমতি দিয়েছিল। দুই দেশ যৌথভাবে এই প্রণালী প্রস্তুত করায় জার্মানিকে বিক্রির প্রশ্নে ছাড়পত্রের প্রয়োজন ছিল। ইসরায়েল এয়ারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিস এবং অ্যামেরিকার বোয়িং কোম্পানি এই প্রকল্প কার্যকর করেছে। ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলা শুরুর পর জার্মান চ্যান্সেলর শলৎস প্রতিরক্ষা খাতের জন্য ১০০ কোটি ইউরো অংকের এককালীন ব্যয়ের যে ঘোষণা করেছিলেন, সেই অর্থও এই প্রণালী কেনার কাজে লাগানো হবে। ইইউ তথা ন্যাটোর বেশ কিছু দেশ জার্মানির উদ্যোগে এই রক্ষাকবচের আওতায় আসার আগ্রহ দেখানোর ফলে প্রকল্পের আর্থিক ভার কিছুটা হলেও বণ্টন করা হবে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিউস জানিয়েছেন, ন্যাটোর আকাশসীমা সুরক্ষা কাঠামোর মধ্যেই এই প্রণালী স্থান পাবে। ইসরায়েলের সঙ্গে জার্মানির এই সামরিক সহযোগিতা ঐতিহাসিক কারণেও বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা মোশে প্যাটেল বলেন, হলোকাস্ট বা ইহুদি নিধন যজ্ঞের ৭৮ বছর পর ইসরায়েল জার্মানির বাসিন্দাদের সুরক্ষার জন্য এক প্রণালী বিক্রি করছে, এমন ঘটনা সত্যি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এক দফা দাবিতে বিএনপির খুলনায় রোডমার্চ

ঢাকাঃ সরকার পতনের 'এক দফা' দাবিতে ১৫ দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) খুলনা বিভাগে রোডমার্চ করেছে বিএনপি। রোডমার্চ উদ্বোধনকালে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন, ''আমরা দেশ স্বাধীন করেছি গণতন্ত্র, বাক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য। কোন রাজা রানীর রাজত্ব করার জন্য নয়। দেশ আজ হীরক রাজার দেশে পরিণত হয়েছে। এভাবে চলতে দেয়া যায় না। এখন দড়ি ধরে টান মারা সময় এসেছে'' বলে মন্তব্য করেন মির্জা আব্বাস। '' বাংলাদেশে কর্তৃত্ববাদীফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বক্তব্যের এক পর্যায়ে মির্জা আব্বাস বলেন, ''দেশনেত্রীকে মুক্ত করতে এই সরকারকে বাধ্য করা হবে। এক দফার আন্দোলন চূড়ান্ত করেই দেশের মানুষ ঘরে ফিরবে ইনশাল্লাহ।'' দেশের জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার বিএনপির এই আন্দোলনে যোগ দেয়া নেতাকর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশে নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, ''রোডমার্চে শুধু বিএনপি নয়, দেখবেন রাস্তার দুই ধারে হাজারো মানুষ দাঁড়িয়ে এই সরকারের পতন দাবি করছে।''

সম্পাদকীয়

প্লাস্টিক দূষণ কবে বন্ধ হবে

জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্যরাষ্ট্র ২০২৪ সালের মধ্যে প্লাস্টিক দূষণ বন্ধে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হয়। ২০২২ সালে সম্পাদিত এ চুক্তি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইফলক। তবে প্লাস্টিক দূষণের বিষয়টি তত্ত্বগতভাবে একটি চিহ্নিত সমস্যা। এ ক্ষেত্রে ২০০২ সালে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধের মধ্য দিয়ে এ ধরনের কর্মসূচি প্রথম শুরু হয়। প্রথম দিকে একে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি তেমন কার্যকর হয়নি। কারণ, যথাযথ বিকল্প উপায় না থাকাসহ এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ না থাকলে শুধু নির্দেশ দেওয়া এবং নিয়ন্ত্রণ করার মতো কৌশল প্রায়ই কোনো কাজে লাগে না। এ ক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগের উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করতে মূলত বাজারভিত্তিক কৌশলের প্রয়োজন। কারণ, পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্তমানে বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও ২০২২ অর্থবছরে সব ধরনের প্লাস্টিক বা পলিথিন ব্যাগের ওপর থেকে ৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়। এটি একই সঙ্গে চক্রাকার অর্থনীতি (সার্কুলার ইকোনমি) কার্যকরের ক্ষেত্রে যেমন একটি বড় বাধা, তেমনি এর মধ্য দিয়ে প্লাস্টিক দূষণ রোধ করাও অনেক কঠিন হয়ে পড়ছে। যদিও অনেক

উন্নত দেশের তুলনায় কম প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন করা হয়, কিন্তু এ ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দেশটির যে অনিয়ম, তা সত্যিই আশঙ্কাজনক। কারণ, সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিয়ম অনুসরণ করে এসব প্লাস্টিক বর্জ্য অপসারণ করা হয় না। রাজধানী ক্ষেত্রে এমনকি অর্ধেক প্লাস্টিক বর্জ্যও সঠিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয় না। আর দেশের উপকূলীয় এলাকাগুলোর ক্ষেত্রে এ হার প্রায় ৮৯ শতাংশ। ২০০৫ সালে বছরে মাথাপিছু প্লাস্টিক ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৩ কেজি, যা ২০২০ সালে বেড়ে হয়েছে ৯ কেজি। প্লাস্টিক ব্যবহারের পরিমাণ ২০০৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। পাতলা প্লাস্টিকের মোড়ক, কফির কাপ, ঢাকনা ও চামচ, রান্নাঘরের তৈজসপত্র, স্ট্র, কাপ, বোতল ও পলিথিন ব্যাগএ সবকিছুই মূলত বর্তমানে শহরাঞ্চলে প্লাস্টিক দূষণের বড় উৎস। দেশের শহরগুলোয় যত্রতত্র প্লাস্টিকের পণ্য ফেলার কারণে একদিকে যেমন পরিবেশদূষণ হচ্ছে। এ কারণে জল নিষ্কাশনের পথ আটকে গিয়ে একটু বৃষ্টিতেই শহরগুলোয় তৈরি হচ্ছে ভয়াবহ জলাবদ্ধতা। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে উদ্বেগজনক হচ্ছে, এসব প্লাস্টিক বর্জ্য সমুদ্রের তলদেশের জীববৈচিত্র্যও ধ্বংস করছে। এটি আবার আমাদের খাদ্যচক্রের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। কারণ, নদী ও সমুদ্রের মাছ এসব দূষণের ফলে নানা ধরনের ক্ষতির শিকার হচ্ছে। এসব মাছ যখন আমরা খাবার হিসেবে গ্রহণ করি, তখন বিষাক্ত প্লাস্টিক কণা আমাদের শরীরেও প্রবেশ করে, যা শেষ পর্যন্ত আমাদের নানা রকম রোগের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণার সংস্পর্শে আসা এসব মাছ মানুষের খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না হলে দীর্ঘ মেয়াদে তা দেশটির অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কারণ, অন্যান্য অংশীদার দেশ, যারা বিদেশে মাছ রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান (স্যানিটারি অ্যান্ড ফাইটোস্যানিটারি) শর্তগুলো মেনে চলে, তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। এ ছাড়া প্লাস্টিক বর্জ্য শোধনের খরচের বিষয়টি স্থানীয় সরকার ও পৌরসভাগুলোর জন্য একটি বাড়তি চাপ। ফলে প্রায় সময়ই সিটি করপোরেশনের বাজেটের একটি বড় অংশই দেখা যায় এ কাজে খরচ করতে হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের (এমওইএফসিসি) ২০২০ সালের সংশোধিত মোট বাজেটের প্রায় ৩০ শতাংশই বরাদ্দ ছিল প্লাস্টিক বর্জ্য পরিশোধন খাতের জন্য। এসব বর্জ্য পরিশোধনের জন্য আন্তর্জাতিক চাপ ক্রমেই বাড়ছে। প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করাবিষয়ক চুক্তি নিয়ে ২০২৩ সালের ২ জুন প্যারিসে জাতিসংঘের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। চলতি বছরের নভেম্বরে কেনিয়ায় আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এবং এর আগেই জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রগুলো 'জিরো ড্রাফট' তৈরির বিষয়ে সম্মত হয়। দেশের জনগণকে রোগ থেকে সুরক্ষিত রাখা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অবশ্যই এ সমস্যার দিকে নজর দিতে হবে এবং প্লাস্টিক দূষণ রোধে বিশ্বে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা পালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শহরের রাস্তাঘাট থেকে প্লাস্টিক বর্জ্য অপসারণে সরকারকে সুচিন্তিত ও বাস্তবসম্মত কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

জানা অজানা

আগামী পয়লা অক্টোবরে রসুনচোপা তে বাংলা শেখানোর জন্য স্কুল খোলা হবে

সকল বাংলাভাষী ছাত্র ছাত্রীদের সুখবর জানাই যে যারা নিজেদের মাতৃভাষা বাংলা শিখতে চায় তাদের জন্য আগামী পয়লা অক্টোবর রবিবার বেলা এগারো টার সময় মাতাজী আশ্রমের সহযোগিতায় রসুনচোপা গ্রামে বিমল মণ্ডল ও কাজল মণ্ডলের উদ্যোগে বাংলা শেখানের স্কুল খোলা হবে।এই শিক্ষা নিশুলক হবে।ছেলে মেয়েদের কে বাংলা বই ও ফ্রী দেওয়া হবে।প্রতি রবিবার সকালে বাংলা শেখানো হবে।বাংলা ভাষী ছেলে মেয়েরা এই সুযোগের লাভ নিতে পারো ও নিজেদের মাতৃভাষা বাংলা কে বাঁচাতে সহায়ক হতে পারো।এতে ছেলে মেয়েদের কোনো অতিরিক্ত চাপ হবে না।খেলার ছলে বাংলা শিখো।এই খবর জানালেন বাংলা ভাষার প্রচারক ও সংযোজক সুনীল কুমার দে।

বাইডেন না সি চিন পিং, কে চালাবেন বিশ্ব

ইউরোপীয় ইউনিয়নে বহু বছর বলকান অঞ্চলের কোনো দেশ নেই। নতুন করে এ অঞ্চল নিয়ে এখন তারা ভাবছে। যুক্তরাষ্ট্র ভারতের কর্তৃত্বপরায়ণ নেতার সঙ্গে নিরাপত্তার সম্পর্ক জোরদার করতে চায়। এমনকি প্রায় সমাজচ্যুত সৌদি আরবের প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের প্রতিও পশ্চিমাদের প্রীতি ফিরে এসেছে। চীন এখন আফ্রিকা, আরব উপদ্বীপ এবং বৈশ্বিক

সিমন টিসডাল
প্রাবন্ধিক

দক্ষিণকে কাছে টানার চেষ্টা করছে। তারা একটা সাহসী বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা গঠনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, ব্রিকসের পরিধি বাড়ানো এবং এবং বৈষম্যহীন জি২০ এর কথা বলছে। একঘরে হয়ে যাওয়া রাশিয়া এখন আরও শক্তভাবে ধরতে চাইছে বেইজিং, উত্তর কোরিয়া এবং সমভাবাপন্ন বেয়াড়া দেশগুলোর হাত।

নতুন এই বিশ্বব্যবস্থা বিদ্যমান বৈশ্বিক কৌশল, আইন ও অর্থনৈতিক কাঠামোর খোলনলচে পাল্টে দিতে চায়। কিন্তু একই সঙ্গে এটি ভেতরে ভেতরে বিশৃঙ্খল, সংশয়পূর্ণ ও বিপজ্জনক, অস্পষ্ট, কপট ও বৈপরীত্যে ভরা। আর হ্যাঁ, বিদায় বলতে হতে পারে ১৯৪৫-পরবর্তী ধ্যানধারণাকে, যা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচার আদালত ও পশ্চিমাদের নেতৃত্বে গঠিত আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্বের ধনী দেশগুলোর জোট জি৭ কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কেন্দ্রে এনেছিল।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এখন যা চলছে তা ত্রিমুখী প্রতিযোগিতা। মার্কিন প্রভাবিত বিশ্বব্যবস্থার (গণতান্ত্রিক, উদার, সংশয়বাদী) বিপরীতে চীনের নেতৃত্বে একটি উদীয়মান ব্যবস্থা (কর্তৃত্বপরায়ণ, বাণিজ্যিক, আজ্ঞাবাহী)। তৃতীয় যে ধারাটি আছে, সেটি অমন যুদ্ধংদেহী নয়। নাইজেরিয়া, ব্রাজিল এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো খুব দ্রুত এগিয়ে চলা দেশগুলো চায় জাতিসংঘকেন্দ্রিক জোটে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, কম উন্নত দেশগুলোর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে। ব্রিজটাউন ঋণমুক্তি উদ্যোগের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যদিও এর সুফল কতটা পাওয়া যাবে, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

কোনো কিছুই নির্ধারিত নয় এখনো। একুশ শতক কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে, কে চালাচ্ছে, সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি

এখনো। তাই প্রয়োজন ভয়ভীতি এবং প্রাধান্যের কথা মাথায় রেখে সরকারগুলোর মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি দেখা যাচ্ছে। তারা নতুন জোট সৃষ্টি, নিরাপত্তা জোটের বিস্তার, আর্থিক ও বাণিজ্যিক ব্লকে যোগ দেওয়ার প্রতিযোগিতায় আছে। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন আইকেনবেরি বলেন, রাশিয়ার ইউক্রেন দখলের পর বিশ্বের বড় শক্তিগুলোর মধ্যে জোট গড়ার উদ্যোগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বৈদেশিক নীতির সাফল্য অথবা ব্যর্থতা নির্ভর করছে কার পক্ষে কত বড় জোট আছে।

গেল সপ্তাহে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি বলেন, 'পৃথিবী নতুন একটা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছে। বিশ্বকে আমেরিকা বানানোর যে প্রকল্প তা ব্যর্থ হয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তনিও গুতেরেস সতর্ক করে বলেছেন, একটা ফাটল ঘনিয়ে এসেছে। বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জবাব একত্র হওয়ার চেষ্টাকে জোরালো করা। তবে বলকান অঞ্চলের ছয়টি দেশ এবং ইউক্রেন ও মলদোভাকে যুক্ত করা বা ইইউর নিজস্ব বলয় তৈরিতে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের যে চেষ্টা, তার পেছনে পরোপকারের কোনো চিন্তা নেই। আছে রাশিয়া ও চীনের প্রভাব মোকাবিলার চেষ্টা। এই জোটে সম্প্রতি ফিনল্যান্ড ও সুইডেন যোগ দিয়েছে।

চীন একটি বিকল্প ব্যবস্থা চায়, প্রয়োজনে জোর খাটিয়ে। দেশটি সফলভাবে জি ২০-তে আফ্রিকান ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে প্রচার চালিয়েছে। এর মধ্যে পাঁচ দেশের জোট ব্রিকসে ইরান, সৌদি আরব, আর্জেন্টিনা, ইথিওপিয়া, মিসর এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতকে যুক্ত করেছে। আরব বিশ্বে সম্পর্ক গড়ে, চীন সিরিয়ার স্বৈরশাসক বাশার আলআসাদকে রাজকীয় সংবর্ধনা দিয়েছে গেল সপ্তাহে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রশ্রয় দেওয়া, ভিয়েতনামের কমিউনিস্টদের সঙ্গে দেখা করা ও শুভেচ্ছা বিনিময়, জিম্মি বিনিময়ের মাধ্যমে ইরানের সঙ্গে আলোচনার পথ খোঁজা, সৌদি ও ইসরায়েল ইস্যুতে প্রজ্ঞার পরিচয় দেওয়ার মাধ্যমে জো বাইডেন ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছেন ট্রাম্পের 'কোনো বিশ্বব্যবস্থা নেই' মতবাদ। তাঁকে সাবেকি বলতে পারেন, তবে বাইডেনের জন্য জি৭, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য, কানাডা, ইতালি এবং জাপান মুক্ত বিশ্বের নেতৃত্বে আছে।

চীন একটি বিকল্প ব্যবস্থা চায়, প্রয়োজনে জোর খাটিয়ে। দেশটি সফলভাবে জি ২০-তে আফ্রিকান ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে প্রচার চালিয়েছে। এর মধ্যে পাঁচ দেশের জোট ব্রিকসে ইরান, সৌদি আরব, আর্জেন্টিনা, ইথিওপিয়া, মিসর এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতকে যুক্ত করেছে। আরব বিশ্বে সম্পর্ক গড়ে, চীন সিরিয়ার স্বৈরশাসক বাশার আলআসাদকে রাজকীয় সংবর্ধনা দিয়েছে গেল সপ্তাহে।

চীন তার আঞ্চলিক জোট নয় সদস্যের সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনকে দেখভাল করছে। এর মধ্যে রয়েছে রাশিয়া, ভারত ও পাকিস্তান। ইরান গত জুলাইয়ে এই ক্লাবে যুক্ত হয়েছে। বেইজিং বৈশ্বিক অর্থকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে চায়। এ জন্য তারা কাজে লাগাতে চায় ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আদলে তৈরি এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্ট ব্যাংক।

তারপরও চীন যা দিতে চায়, তাতে স্বেচ্ছাচারিতা আছে, আছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জবাবদিহির অভাব। কোনো সন্দেহ নেই, কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন। জাতিসংঘ ব্যবস্থায় চিড় ধরেছে। নিরাপত্তা পরিষদের অবস্থা মর মর। আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এখন রাজনৈতিক যুদ্ধের ময়দান।

জাতিসংঘ এখন 'লাইফ সাপোর্টে'

হাসান ফেরদৌস

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদকে বলা হয় বিশ্বের আইন পরিষদ। বিশ্বের সব দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এখানে প্রায় সব বৈশ্বিক প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে। আর এই সংস্থার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনকে বলা হয় বিশ্বের 'বাকবাকুম সভা', ইংরেজিতে 'টকিং শপ'।

সেই 'কথা বলার দোকান'-এর ৭৮তম বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়েছে নিউইয়র্কে। প্রথম সাত দিন থাকছে উচ্চপর্যায়ের বক্তৃতা, বিশ্বের ১৯৩টি দেশের নেতারা এতে অংশ নিচ্ছেন। বিদেশি নেতাদের কালো গাড়ির ভিড়ে ম্যানহাটানে রাস্তা পার হওয়াই কঠিন হয়ে পড়েছে। মূল অধিবেশনে ভাষণের বাইরে আরও হাজারটা বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হবে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানদের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক তো রয়েছেই। ফলে কাগজে কলমে অধিবেশনটির গুরুত্ব অস্বীকার করার জো নেই। তবে বাস্তব সত্য হলো, সপ্তাহধরে যে সাধারণ বিতর্ক হচ্ছে, তাতে নেতারা যে যার ভাষণ দিয়ে ঘরে ফিরে যাবেন। কথা বলা শেষ হতে না হতেই কী বলা হলো সবাই তা ভুলে যাবেন। অবাক করা ব্যাপার এই যে এ অধিবেশনের আরেক নাম 'টকিং শপ'।

এ কথা বলায় আমাকে সিনিক বা ছিদ্রান্বেষী বলতে পারেন। কিন্তু কথাটা খুব অতিরঞ্জিত নয়। এই ভবনের ভেতর থেকে এই সাধারণ বিতর্ক দেখা ও শোনার সুযোগ আমার বহুবার হয়েছে। প্রথম একদুই দিন সবাই কান পেতে থাকেন। কারণ, মার্কিন প্রেসিডেঃট বা চীনা রাষ্ট্রপ্রধান সে সময় ভাষণ দেন। সবাই সে কথা শুনতে, নিদেনপক্ষে সাংবাদিক হিসেবে 'কাভার' করতে আগ্রহী। দিন যত যায়, আগ্রহ তত কমে। শেষের দিকে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে এমন রাজকীয় যে সাধারণ পরিষদকক্ষ, তাতে কথা শোনার লোক থাকে হাতে গোনা, তাও অধিকাংশই যার যার দেশের নেতার ভাষণ শোনার জন্য। যেই সে নেতার ভাষণ শেষ, তাঁর সমর্থকেরা এক এক করে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। বিশ্বনেতারা যেসব কথা তাঁরা বলেন, তাও বড় মামুলি। মনে হয় আগে যেন অনেকবার শুনেছি। বস্তুত নামেই বিশ্বসভা, আসলে তাঁরা সবাই যাঁর যাঁর নিজের দেশের, অর্থাৎ তাঁদের নিজেদের সাফল্যের গান শুনিয়ে যান। ফলে আমরা ধরে নিতেই পারি যে বিশ্বসভায় ভাষণ হলেও তার আসল লক্ষ্য যাঁর যাঁর নিজের দেশের শ্রোতাদর্শক।

জাতিসংঘের এই বার্ষিক সাধারণ বিতর্ক ব্যাপারটা কতটা খেলো হয়ে উঠেছে, তার এক উদাহরণ দিয়েছেন ইয়ান উইলিয়ামস, যিনি একসময় জাতিসংঘে সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বেশ কয়েক বছর আগে, এক বক্তা তাঁর প্রতিবেশী দেশের উদাহরণ দিয়ে বললেন, পর্তুগিজ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের জাঁতাকলে দেশটির মানুষ ধুঁকে ধুঁকে মরছে। সে কথা শুনে সবাই তো অবাক, কারণ, যে দেশটির কথা বলা হচ্ছে সেটি এক বছর আগেই স্বাধীনতা অর্জন করেছে। পরে জানা গেল, বক্তা এক বছর আগে দেওয়া ভাষণের কপি থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন। সম্ভবত তিনি নিজেই সে ভাষণ দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটির বিন্দুবিসর্গ তাঁর স্মরণে নেই।

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আশা করা হয়েছিল এই বিশ্ব সংস্থাটি পৃথিবী থেকে যুদ্ধ, অনুন্নয়ন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন ঠেকাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে দেশগুলো জার্মানি ও তার মিত্রদের পরাস্ত করে তারাই এই সংস্থা গঠনের আসল চালিকা শক্তি।

জাতিসংঘকে নিয়ে আশা ও উৎসাহের সেটাই আসল কারণ। কিন্তু খুব বেশি দিন লাগল না দেশগুলোর বন্ধুত্বে চিড় ধরতে। শুরু হয়ে গেল পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই। যারা যুদ্ধ ঠেকাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, দেখা গেল তারাই যুদ্ধ বাধাতে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত। পৃথিবীকে এক করার বদলে তাকে বিভক্ত করে যার যার প্রভাব বলয়ে আনাই তাদের আসল লক্ষ্য।

এরপর ৭৭টি বছর কেটে গেছে। অবস্থা বদলায়নি, বরং বহুগুণে অবনতি ঘটেছে। একটা জিনিস লক্ষ্য করুন, পাঁচটি দেশকে তাদের সার্বিক গুরুত্বের কারণে এই সংস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে 'ভেটো' প্রদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এ বছর সেই পাঁচ দেশের চার নেতাই অনুপস্থিত। এই সংস্থা যদি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় এবং এই সাংবাৎসরিক অধিবেশন সামগ্রিক কল্যাণের জন্য অপরিহার্য হয়, তাহলে তাঁদের কারও তো অনুপস্থিত থাকার কথা নয়।

এই পাঁচজনের একজন নিজ দেশে রয়ে গেছেন প্রতিবেশী এক দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় নেতৃত্ব দিতে। আরেক প্রেসিডেন্ট ঠুঁটো জগন্নাথ এক রাজা তাঁর দেশে সফরে আসবেন, তাঁর দেখভাল করাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে বলে আসতে পারছেন না। এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যিনি মাত্র সপ্তাহখানেক আগে নিজ দেশে সাড়ম্বরে জি২০-এর শীর্ষ বৈঠকে পৌরোহিত্য করলেন তিনিও আসতে পারেননি। অনুমান করি, দুই দিনের বৈঠক করে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন!

অথচ সবচেয়ে বেদনার বিষয় হলো, অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন বিশ্বের প্রয়োজন একটি কার্যকর জাতিসংঘ। জলবায়ু সংকটের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যর্থ হলে গাড্ডায় পড়ব আমরা সবাই। একই কথা কোভিডের মতো অতিমারি নিয়ে। তার চেয়েও বড় অতিমারি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। গৃহযুদ্ধে অথবা আন্তসীমান্ত সামরিক সংঘর্ষে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে দুই ডজনের মতো দেশ। দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নে গলা পর্যন্ত ডুবে গেছে বিশ্বের অর্ধেক মানুষ।

বিশ্বনেতাদের জন্য কোনটা অগ্রাধিকার, এ থেকেই বেশ বোঝা যায়।

জাতিসংঘ যে ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে, সে কথা স্বয়ং মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস স্বীকার করেছেন। শান্তিরক্ষার বাইরে এই মুহূর্তে জাতিসংঘের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ জলবায়ু সংকটের মোকাবিলা। আর মাত্র ১০ বছরের মধ্যে যদি ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা কমিয়ে আনা সম্ভব না হয়, তাহলে বিশ্ব এক অনিবার্য ভয়াবহ বিপর্যয়ে নিক্ষিপ্ত হবে। এ জন্য একদিকে প্রয়োজন জীবাশ্মভিত্তিক জ্বালানির ব্যবহার বাদ দিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, যেমন সূর্য বা বাতাসের ব্যবহার বাড়ানো। অথচ যাঁরা এই বিশ্বের হর্তাকর্তা, তাঁরাই সবচেয়ে বেশি গ্যাস তেলের কারবারি।

অন্য যে কাজটি করা একই রকম জরুরি, তা হচ্ছে দরিদ্র দেশগুলোকে জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান। এ ব্যাপারে ধনী দেশগুলো লম্বা লম্বা কথা বলেই তাদের দায়িত্ব সেরেছে, অর্থপূর্ণ খুব সামান্যই করেছে। আন্তোনিও গুতেরেসের ভাষায়, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দেশগুলোর এই ব্যর্থতায় বিশ্ব এখন 'লাইফ সাপোর্টে' রয়েছে।

বিশ্ব সংস্থা হিসেবেও জাতিসংঘ এখন একরকম 'লাইফ সাপোর্টে' রয়েছে। গত বছর, অর্থাৎ ৭৭তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এক ভাষণে গুতেরেস বলেছিলেন, 'একতাবদ্ধ হওয়ার বদলে আমরা বিশ্বকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলছি। লক্ষ্য অর্জনের বদলে আমরা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এভাবে জড়িয়ে গেছি যে সংস্থাটি তার চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলছে।' মহাসচিব তাঁর স্বভাবজাত কূটনৈতিক ভাষা ত্যাগ করে সে ভাষণে স্পষ্ট বলেছিলেন, 'আমাদের বিভক্তি বাড়ছে, অসাম্য বাড়ছে, লক্ষ্যপূরণ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে। বড় বিপদে পড়ে গেছি আমরা।'

সাময়িকী

গাইড এর গানে যত টা কর্তার ঠিক ততটাই পঞ্চমদার

ছয়ের দশকের প্রথমার্ধে এক বার শচীন দেব বর্মণ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অবস্থা এতটাই খারাপ যে কোনও কাজ করতে পারছেন না। কিছু দিন আগে গুরুদত্ত তাঁর পরবর্তী ছবি বাহারে ফির ভি আয়েঙ্গি র সুর করার দায়িত্ব দিয়েছেন শচীন কর্তা কে। অসুস্থ হওয়ার আগেই মহম্মদ রফি কে দিয়ে একটি গান রেকর্ডও করিয়ে ফেলেছেন। এইদিকে গানের অভাবে ছবির শুটিং আটকে যাচ্ছে দেখে গুরুদত্ত একদিন কর্তার সাথে দেখা করে তাঁকে নিজের অসুবিধার

অভিজিৎ রায়
কলামিস্ট

কথা জানান। সব শুনে কর্তা বললেন গুরু তুমি অন্য কাউকে নিয়ে নাও আমি নো অবজেকশন দিয়ে দিচ্ছি। সেই মত প্রযোজক গুরুদত্ত ছবিটি ও পি নাইয়ার কে দিয়ে করিয়ে নেন। তাই মহম্মদ রফি কে দিয়ে গাওয়ানো গানটিও বাতিল হয়ে যায়। পরে সেই সুর কে কর্তা ব্যাবহার করেন দেব আনন্দের জুয়েল থিফ ছবিতে। কিশোর কুমারের গাওয়া জগত্বিখ্যাত ইয়ে দিল না হোতা বেচারা - র গানটি মূলতঃ সেই বাতিল হওয়া সুর। সোনা যায় সেই সময় পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তী তাঁর লাভ ইন টোকিও ছবি থেকে শচীন দেব বর্মন কে সরিয়ে শঙ্কর জয়কিষণ কে সুরকার সাইন করেন। পরিচালক শক্তি সামন্ত অ্যান ইভিনিং ইন প্যারিস ছবিটি শঙ্কর জয়কিষণ কে দিয়ে করিয়ে নেন। তার আগে শক্তি সামন্ত কাশ্মীর কি কলি ছবির সুরকার নিয়েছিলেন ও পি নাইয়ার কে। ঠিক ওই সময় একদিন দেব আনন্দ গাইড এর অফার নিয়ে কর্তার বাড়ী পৌঁছলেন। কর্তা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দেব আনন্দ কে অন্য কাউকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে বললেন। দেব আনন্দও ছাড়ার পাত্র নন। তিনি কর্তাকে বললেন - দাদা আপনি একদম কোনও চিন্তা করবেন না। আপনার সুস্থ হওয়া পর্যন্ত আমি ছবি আটকে রাখতে পারি। তা ছাড়া পঞ্চম তো আছে ও সব ঠিক দেখে নেবে। হলও তাই। গাইড এর গানে যত টা কর্তার ঠিক ততটাই পঞ্চমদার। সে কারণেই ছবির টাইটেল কার্ডে চিফ অ্যাসিস্ট্যাঃট মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে পঞ্চমদা র নাম দিতে দেব আনন্দ দ্বিধা বোধ করেননি। আর সহকারীদের নামের তালিকায় প্রথমবার দেখা গেল বাসুদেব চক্রবর্তী, মনোহরি সিং আর মারুতি রাও এর নাম। দীর্ঘদিন কর্তার সাথে কাজ করলেও সহকারী হিসেবে এনাদের নাম কোনও দিন পর্দায় দেখা যায়নি। গাইড দেব আনন্দ এর প্রোডাকশন কোম্পানি নবকেতন ফিল্মস এর প্রথম আন্তর্জাতিক প্রজেক্ট। ছবিটি ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষাতে নির্মাণ করা হয়। ইংরেজি ছবিটি নোবেলজয়ী লেখিকা পার্ল বুক এর স্বামী পিটার বুক পরিচালনা করেন। হিন্দি ছবিটি প্রথমে চেতন আনন্দ পরিচালনা করছিলেন কিন্তু পরে ছবিটি পরিচালনা করেন বিজয় আনন্দ। হিন্দি ছবিটি হিট করলেও ইংরেজি ছবিটি এক্কেবারে চলেনি। যদিও গাইড এর লেখক হিন্দি ছবিটিকে মিস গাইড আখ্যা দিয়ে ছিলেন। দেব আনন্দ কোনও দিন গদ বাঁধা কাজ করেননি। তাঁর ছবির বিষয় সবসময় সমসাময়িক ঘটনা। চীন যুদ্ধের উপর প্রেম পূজারী দিয়ে প্রথম বার ছবি পরিচালনায় হাত দেন দেব আনন্দ। ছবিটি তে তাঁর গাইড ছবির নায়িকা ওয়াহিদা রেহমান মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন। অমরেশ পুরি ও শত্রুঘ্ন সিনহা কে নিজের পরিচালিত ছবিতে কাজ করার প্রথম সুযোগ দেন এই দেব আনন্দ। সোনা যায় নিজের কাজ কেমন হল জানার উদ্দেশ্যে একদিন তিনি অনুজ বিজয় আনন্দ কে ছবিটি দেখান। বিজয় নবকেতন এর ব্যানারে গাইড, জুয়েল থীফ এর মত কটি হিট ছবি দিয়েছেন। এই সব ছবির চিত্রনাট্য ও তাঁরই লেখা। বিজয় পুরো ছবিটি মনোযোগ দিয়ে দেখে মেজদা কে সোজা জানিয়ে দিলেন ছবি ভাল হয়নি। ভাইয়ের কাছ থেকে এরূপ প্রতিক্রিয়া আসা করেননি দেব। তিনি বিজয় কে মুখে কিছু না বললেও পরবর্তী কালে আর কোনও ছবি অনুজ কে দেখাননি। বলা বাহুল্য, প্রেম পূজারী বক্স অফিসে ধরাশায়ী হয়ে যায়, যদিও ছবির গান সুপারহিট ছিল। আটের দশকে দেব আনন্দ নিজের পুত্র সুনীল আনন্দকে লঞ্চ করার উদ্দেশ্যে আনন্দ আউর আনন্দ ছবির ঘোষণা করলেন। ছবির সুরকার রাহুল দেব বর্মন। কিশোর কুমারের ইচ্ছে সুনীলের প্লেব্যাক অমিত কুমার করুক। সেই মর্মে পঞ্চম দার কাছে কথা পাড়তে, জন্য গেল গায়ক ফাইনাল হয়ে গিয়েছে। সেদিনকার অনামী গায়কটি হলেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য। অমিত কুমার কে দিয়ে প্রথমে দেস - পরদেস ছবিতে গাইবার সুযোগ দিলেও পরে কিশোর কুমারের অবর্তমানে তাঁকে দিয়ে আওয়াল নম্বর সহ বেশ কয়েকটি নবকেতন ব্যানারের ছবিতে গান গাওয়ান দেব আনন্দ। হম নৌজওয়ান ও স্বামী দাদা ছবির ব্যর্থতার কারণে পরের ছবি সচ্ছে কা বোল বালা ছবির থেকে রাহুল দেব বর্মনের বদলে বাপি লাহিড়ী কে সুরকার নিলেন। এটি দেব - কিশোর জুটির শেষ ছবি। মজার কথা হল ছবিটি তে কিশোর কুমারের গাওয়া গান গুলিতে লিপ মিলিয়ে ছিলেন দেব আনন্দ নয় জ্যাকি শ্রফ।

পাঠকের চিঠি

কামারপুকুর ও জয়রামবাটী দর্শন

আমি ছাত্র জীবন থেকে ই ঠাকুর রামকৃষ্ণ, মা সারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত।তার প্রধান কেন্দ্র বিন্দু ছিলো হাতার মাতাজী আশ্রম।সেটা ১৯৭৬সালের কথা।আমি ১৯৭৫সালে মেট্রিক পাশ করি।তখন কিছু টাকা স্কুল থেকে মেধাবী স্কলারশিপ পাই।হঠাৎ মনে ভাবনা জাগলো তীর্থস্থান যাবো,কামারপুকুর ও জয়রামবাটী ।তখন তীর্থ করার বয়স ছিলো না কিন্তু হুজুগ ছিলো। যাবো না যাবো।কামারপুকুর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের জন্মভূমি আর জয়রামবাটী মা সারদা দেবীর জন্ম ভূমি।আমি ও আমার বাল্যবন্ধু শংকর চন্দ্র গোপ ও অরুণ পাল নামে একজন গ্রামের ছেলে জয় দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লাম।জীবনে এই প্রথম তীর্থ যাত্রা।নুয়াগ্রাম থেকে টাটা নগর বাসে তারপর টাটানগর থেকে লোকাল রেল ধরে খড়গপুর।খড়গপুর থেকে রেল পথে বিষ্ণুপুর।বিষ্ণুপুর থেকে কাটাগড়।ভোরে নামলাম।কাঁটাগড়ে নুয়াগ্রামের একজন পিসি থাকতো তাঁর সাথে দেখা করে গন্তব্য স্থানে যাওয়া।সকালে আলপথ দিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ গ্রাম থেকে ভেসে এল শ্যামা সংগীতের সুর,,,মা তোর কত রঙ্গ দেখব বল।এক স্বর্গীয় পরিবেশ।সেদিন টা কাটাগড়ে থেকে তারপরের দিন সকাল সকাল চান টান সেরে বাস ধরে কতলপুকুর।তারপর আবার বাস যোগে কতলপুকুর থেকে কামারপুকুর।কামারপুকুর এ ঠাকুরের মন্দির দর্শন ও পূজো পাঠ সেরে ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন লীলা ভূমি দর্শন করে খাওয়া দাওয়া শেষ করে জয়রামবাটী মাতৃ মন্দির দর্শনে বাসযোগে গেলাম।কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী বেশি দুর নয় মাত্র তিন কিলোমিটার।জয়রামবাটী পৌঁছে মাতৃ মন্দির দর্শন করলাম।বহু দিনের সাধ পূর্ণ হলো।আসার পথে বিষ্ণু পুরে নেমে লাল বাধ,পোকা বাধ,তোপ প্রভৃতি দর্শন করে রাতের গাড়ি ধরে বাড়ি ফিরলাম অফুরন্ত আনন্দ ও মধুর স্মৃতি নিয়ে।সেদিনের তীর্থ যাত্রা যখন মনে পড়ে মন তখন এক অনাবিল আনন্দে ভরে উঠে।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

২৫ জন মহিলার উদ্যোগে স্যানিটারি প্যাড ব্যাঙ্ক চালু

জামশেদপুর ঃমঙ্গলবার পুরুলিয়া জেলার হুড়া ব্লকের অন্তর্গত বেনিয়া কানালী গ্রামের প্রায় ২৫ জন মহিলা মিলে একটি স্যানিটারি প্যাড ব্যাঙ্ক চালু করেন। তারা জানায় যে এখনো গ্রামের অনেক কিশোরী যুবতী প্যাড ব্যবহারে অনীহা দেখাচ্ছে, তারা অনেক সময় লজ্জা বা টাকার অভাবেও তা ব্যবহার করে উঠতে পারছেনা। তাই সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে এই সচেতনতা প্রচারের জন্য তারা একটি স্যানিটারি প্যাড ব্যাঙ্ক চালু করেন। যেখান থেকে বাজার মূল্যের চেয়েও অনেক কম নাম মাত্র দামে কিশোরী - যুবতীরা স্যানিটারি প্যাড কিনতে পারবে। আজকে এই স্যানিটারি প্যাড ব্যাঙ্ক এর উদ্বোধন করেন হুড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাননীয়া দীপালী মাহাতো মহাশয়া ও মাগুড়িয়া লালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এর প্রধান মাননীয়া সিন্ধুবালা মহাশয়া। এছাড়াও আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত এর সদস্য সহ এলাকার আশা কর্মীরা। শুধু বেনিয়া কানালী নয় আশে পাশের গ্রামের নাগরিক সংগঠন এর মহিলারাও আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছিলেন। সুফলা প্রকল্পের প্রোজেক্ট ম্যানেজার সুদীপ্ত ভট্টাচার্য জানান যে দেশে স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরি করছেন নারী উদ্যোক্তারা। উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালাও হচ্ছে। মাসিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতেও কাজ করছেন তরুণ তরুণীরা। এসবই আশাব্যঞ্জক। আগামী দিনে এই উদ্যোগ সমাজের সকল স্তরের মানুষকে পথ দেখাবে বলে তিনি আশাবাদী। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহাশয়া নাগরিক সংগঠন এর সদস্যাদের এই রকম মহৎ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন ত্বত্ত্বঊক্ষ্ট সুফলা প্রকল্পের সকল কর্মীবৃন্দ।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘনিষ্ঠ তথা কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদের প্রধান তুলিরাম রংহাং এর বিরুদ্ধে গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ বিধায়ক অখিল গগৈর

সংবিধানের উল্লেখযোগ্য ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজবাদ শব্দ দুটি মুছে দেওয়ার অভিযোগে এনে বিজেপি এবং আরএসএস এর ব্যাপক সমালোচনা

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ ফের একবার তৎপর হয়ে উঠেছেন রাইজর দলের সভাপতি তথা শিবসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অখিল গগৈ। মূলত মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘনিষ্ঠ তথা কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদের প্রধান তুলিরাম রংহাং এর বিরুদ্ধে গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। বিধায়কের অভিযোগ অনুসারে তুলিরাম রংহাং পরিবারের নামে থাকা প্রতিষ্ঠানে ১০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন অখিল গগৈ। তাছাড়া সংবিধানের উল্লেখযোগ্য ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজবাদ শব্দ দুটি মুছে দেওয়ার অভিযোগে উত্থাপন করে বিজেপি এবং আরএসএস এর ব্যাপক সমালোচনা করেন তিনি। প্রসঙ্গত বেশ কয়েকদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘনিষ্ঠ তথা কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদের প্রধান তুলিরাম রংহাং এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন পক্ষ থেকে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন বিধায়ক অখিল গগৈ। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে নিজের রক্ষাকবচ হিসাবে রেখে তুলিরাম রংহাং ব্যাপক হরে লুণ্ঠন অব্যাহত রেখেছেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর জন্য কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদ একটি এটিএম কার্ড রূপে পরিণত হয়েছে স্থানীয় বিভিন্ন গেটে ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন রাজ অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন গেটের লুন্ঠনে দাদা ব্রিগেড জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। বিধায়ক বলেন পরবর্তীকাল সেখানে সংঘটিত নানা ধরনের দুর্নীতির তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ পাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদ এলাকায় ব্যাপক লুণ্ঠন অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যে সেখানে পূর্ত বিভাগের অধীনে থাকা এক একটি সড়ক ফের নির্মাণের নামে ১০০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। অথচ আগেই সড়ক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এবার সেই সড়কটিকে ফের একবার নির্মাণ করার জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে। সড়ক নির্মাণের ঠিকা আবার তুলিরাম রংহাং এর পরিবারের সদস্যরা পাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আশেপাশে থাকা দাদা ব্রিগেডের সদস্য এই তুলিরাম রংহাং সব থেকে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত। তিনি কিভাবে যে সেখানে দুর্নীতিতে লিপ্ত রয়েছেন সেটা কার্বি আংলং এর স্থানীয় জনতা এবং রাজ্যের সাধারণ মানুষ এখনো জানতে পারেননি। তবে অতি শীঘ্রই যাবতীয় দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ পাবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। অন্যদিকে ভারতের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজবাদ শব্দ দুটি মুছে দেওয়ার বিষয়ে অব্যাহত থাকা বিতর্কে নিয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন বিধায়ক অখিল গগৈ। এক্ষেত্রে বিজেপি এবং আরএসএস এর কঠোর ভাষা সমালোচনা করে তিনি বলেন ভারতের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজবাদ শব্দটি মুছে দেওয়া এত সহজ বিষয় নয়। বিজেপি এবং আরএসএস ধর্মনিরপেক্ষতার

উপরে আক্রমণ করেছে। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিকের উপর যেটাতে সমভাব, প্রত্যেকের সমমঙ্গল, সমোন্নয়নের বিষয় জড়িত রয়েছে সেটার উপর আক্রমণ করতে গিয়ে বিজেপি এবং আরএসএস সর্বদা ইন্দিরা গান্ধীকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে চলেছে। তবে তারা যতই বলুক ভারতের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজবাদ শব্দ দুটি তুলে দেওয়া এত সহজ বিষয় নয় বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন দাদা ব্রিগেডের সদস্যরা ক্ষমতায় সর্বদা শক্তিশালী হয়ে থাকেন। এই দাদা ব্রিগেডের সদস্যরা যাতে সবসময় ক্ষমতায় বিলীন হয়ে থাকতে পারেন সেই জন্য তারা ভয়ঙ্কর ভাবে সংবিধান বিরোধী, হিন্দুত্ববাদী, ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক কথাগুলো দৈনন্দিন ভাবে বলতে থাকেন। তাদের একটাই উদ্দেশ্য যাতে আরএসএস এক্ষেত্রে তাদেরকে ভালোবাসে এবং তাদের গদি সুরক্ষিত থাকে। বিজেপি এবং আরএসএস এর ভাতৃ সংগঠনগুলো যাতে সন্তুষ্ট হয়ে থাকে সেই লক্ষ্যেই তাদের এই তৎপরতা। যাবতীয় হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা যাতে সন্তুষ্ট থাকে সেটাই তাদের উদ্দেশ্য। এর ফলে দাদা ব্রিগেডের সদস্যরা এই ধরনের বক্তব্য প্রকাশ করেন। হিন্দুত্ববাদী আদর্শকে সামনে রেখে বিজেপি এবং আরএসএস আদর্শগত ভাবে দেশকে সাম্প্রদায়িকরণ করা, সংবিধানের আদর্শ ধ্বংস করা, হিন্দুত্ববাদী কাজে লিপ্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার বক্তব্যের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন তিনি। উল্লেখ্য মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি বিদেশ থেকে আমদানি করা একটি শব্দ। তবে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া শুধুমাত্র বিজেপি এবং আরএসএসকে সন্তুষ্ট রাখতে এই ধরনের মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন বিধায়ক অখিল গগৈ। তিনি বলেন তার এই বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ সংবিধানে থাকা ইংিটগ্রেল পার্টটি হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। তবে ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে সংবিধান সংশোধন করে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের সংবিধানের সম্পূর্ণ স্পিরিট, নীতি নির্দেশ, আর্টিকেলস এ ইংিটগ্রেল অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা এবং প্রত্যেকের মঙ্গল হওয়া বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে তথা সমাজবাদের আদর্শটি অবধারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু বিজেপি এবং আরএসএস ধর্মনিরপেক্ষতার উপর আক্রমণ করেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন রাইজর দলের সভাপতি তথা শিবসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অখিল গগৈ।

অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার ১৪ দিনের চর এলাকায় সফরের ক্ষেত্রে শুভেচ্ছা মন্ত্রী পিযূষ হাজারিকার

সংখ্যালঘু বসতি প্রধান এলাকা ছাড়া কংগ্রেসের যাবার অন্য স্থান নেই

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ চা বাগানে বাগানে প্রচার অভিযানের অন্ত পড়েছে। এবার পাহাড়ে পাহাড়ে, চাঙ্গে চাঙ্গে এবং চরে চরে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। ১৪ দিন পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন চর এলাকায় কংগ্রেস সফর করবে বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন তিনি। কংগ্রেসের এই পরিকল্পনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মন্ত্রী পিযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন সংখ্যালঘু বসতি প্রধান এলাকা ছাড়া কংগ্রেসের যাবার অন্য স্থান নেই। কংগ্রেস ইতিমধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে। পরবর্তী নির্বাচনে দলটি আরো সাফা হয়ে যাবে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তিনি। আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ইতিমধ্যে উজান অসমের বিভিন্ন চা বাগান এলাকায় প্রচার অভিযান চালিয়ে নিজেদের স্থিতি সুদৃঢ় করার প্রয়াস করেছে। কংগ্রেসের এই চা বাগান এলাকায় যাত্রা সংক্রান্তে শাসক দল বিজেপির তরফে ব্যাপক ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হয়েছে। মন্ত্রী সহ শাসক দলের বিভিন্ন নেতা বিধায়ক বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসের এই চা বাগানে প্রচার অভিযানকে কেন্দ্র করে সমালোচনার পাশাপাশি হাসি ঠাট্টা করেছেন। তবে এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টো মন্তব্য করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেছেন কংগ্রেসের চা বাগান এলাকায় সফরকে কেন্দ্র করে শংকিত হয়ে পড়েছে বিজেপি। চা বাগানে সাধারণ মানুষ থেকে বিপুল সাড়া পাওয়ার পর এবার আগামী মাস থেকে কংগ্রেস পাহাড়ে পাহাড়ে, চাঙ্গে চাঙ্গে এবং গ্রামে গ্রামে যাত্রা করার পরিকল্পনা করেছে। তাছাড়া ১৪ দিন রাজ্যের বিভিন্ন

চরে চরে কংগ্রেস নানা প্রচার অভিযানে অংশ নেবে বলে ঘোষণা করেন দলীয় সভাপতি। তবে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরার এই ঘোষণার ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা। তিনি এক্ষেত্রে কংগ্রেসকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন পাহাড়ে কংগ্রেস নেই। শুধুমাত্র সংখ্যালঘু বসতি প্রধান এলাকায় কংগ্রেস রয়েছে। হয়তো সংখ্যালঘু বিধায়ক কিংবা সংখ্যালঘুদের ভোটে জয়লাভ করা বিধায়ক রয়েছেন কংগ্রেসে। অন্য কোথাও কংগ্রেস নেই বলে কটাক্ষ করেন তিনি। মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা বলেন তিনি ভুল করে বলেছিলেন যে কংগ্রেসকে আগামী নির্বাচনে সাফা অর্থাৎ পরিষ্কার পরে দেওয়া হবে। তিনি অহংকার করেননি বলে মন্তব্য করে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন কংগ্রেস সাফা এমনিতেই হয়ে রয়েছে। পরবর্তী নির্বাচনে আরো বেশি সাফা হয়ে যাবে বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। উল্লেখ্য এর আগে মন্ত্রী আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এবং পরবর্তীকালে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ সাফা করে দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন।

প্রসঙ্গত মরিয়ানির বিধায়ক রূপজোতি কুর্মিকে সঙ্গে নিয়ে যোরহাটের জাজীপরিয়া এলাকায় মঙ্গলবার নদী ভাঙ্গন, নদী বাঁধ এবং সুইচ গেট পরিদর্শন করেছেন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন কলিয়াবর থেকে সদিয়া পর্যন্ত দুইজনকে বাদ দিলে কংগ্রেসের বিধায়ক নেই। একইভাবে নলবাড়ি থেকে জোনাই পর্যন্ত শুধুমাত্র একজনকে বাদ দিয়ে কংগ্রেস বিধায়ক নেই বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন সম্পূর্ণ উজান অসমে মাত্র তিনজন কংগ্রেস বিধায়ক রয়েছেন। উজান অসমের ব্রহ্মপুত্রের দুই পাড়ে কংগ্রেসের মাত্র তিনজন বিধায়ক। তবে এর জন্য তিনি ক্ষমা চাইছেন। কারণ কংগ্রেসকে সাফা করার প্রযোজেনীয়তা নেই। কংগ্রেস ইতিমধ্যে সাফা হয়ে রয়েছে। তাছাড়া আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস আরো বেশি সাফা হয়ে যাবে বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা।

কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে তিনি মুক্তি পেয়েছেন বলেও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা। তিনি কংগ্রেস দলে ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের খারাপ দিক গুলো দেখে তিনি কংগ্রেস থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী হাজরিকা। তিনি বলেন মূলত পরিবার কেন্দ্রিক রাজনীতিতে জর্জরিত হয়ে রয়েছে কংগ্রেস। শুধুমাত্র একটি পরিবারকে তৈলমর্দন করা, পা ধরা এবং অসমীয়াদের নিঃশেষ করে ফেলা এটাই কংগ্রেস। বাংলাদেশী এনে অসমীয়দের নিঃশেষ করার কংগ্রেসের যে প্রয়াস সেটা দেখে এই দল থেকে পালিয়ে এসে তিনি বিজেপিতে যোগদান করেছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা। অন্যদিকে এই বিষয়ে সাংবাদিকদের কাছে মতামত ব্যক্ত করেছেন ডিব্রুগড়ের বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন। তিনি বলেন চর এলাকায় কারা রয়েছেন সেটা দেখতে হবে। কংগ্রেস যদি চর এলাকায় যায় তাহলে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইইউডিএফ এর সঙ্গে তাদের গোপন মিত্রতা হবে। তবে এই গোপন মিত্রতা আগেও ছিল, বর্তমানেও রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সেটা বজায় থাকবে বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন।

চান্ডিল বাজারে পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সমাজকর্মী সুখরাম হেমব্রমকে সম্মানিত করা হয়

জামশেদপুর ঃ স্থানীয় জনগণের পাশাপাশি, চান্ডিল বাঁধে আগত পর্যটকরাও সরাইকেলা খারসাওয়ান জেলার চান্ডিল বাজারের নোংরাতায় সমস্যায় পড়েছিলেন। চান্ডিল বাঁধে সারা বছরই পর্যটকরা আসেন। হোটেল রাহুল প্যালেস একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর চান্ডিল তৈরির স্বপ্ন নিয়ে শুরু করা প্রচারাভিযান সমগ্র এলাকায় প্রশংসিত হচ্ছে। স্বচ্ছ চান্ডিল, স্বস্থ চান্ডিল অভিযানের অধীনে, হোটেল রাহুল প্যালেস প্রতিদিন চান্ডিল বাজারে আবর্জনা ভ্যান চালাচ্ছে। চান্ডিল বাজার এলাকায় একটি ডাস্টবিন না থাকায় আশেপাশের লোকজন ও দোকানদাররা আবর্জনা ফেলতেন। এতে বাজার এলাকায় ব্যাপক ময়লা আবর্জনা ছড়িয়ে রোগ ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ছে। ডেঙ্গুর প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হোটেল রাহুল প্যালেস নিজস্ব ময়লা ফেলা শুরু করেছে। হোটেল রাহুল প্যালেসের ক্লিন চান্ডিল, হেলদি চান্ডিলের উদ্যোগ নেওয়ায় হোটেল মালিক সুখরাম হেমব্রমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন চান্ডিল বাজারের মানুষ। বুধবার সকালে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে হোটেল অপারেটর সুখরাম হেমব্রমকে শাল ও মালা দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এ সময় স্থানীয় লোকজনের সমস্যা সমাধানে আলোচনা হয়। ঘটনাস্থলের লোকজন জানান, চন্ডিলের মানুষকে নোংরামুক্ত করতে সুখরাম হেমব্রম যে অভিযান শুরু করেছেন তা প্রশংসনীয়। প্রকৃত অর্থে এটি একটি উন্নত সামাজিক কাজ। জনগণ এই অভিযানে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য চান্দিলবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। দোকানদারদের দুশো ডাস্টবিন দেওয়া হবে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে হোটেল রাহুল প্যালেসের মালিক সুখরাম হেমব্রম জানান, আগামী ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীতে চান্ডিলের দোকানদারদের দুশো ডাস্টবিন দেওয়া হবে। এটি ময়লা পরিত্রাণ পেতে অনেক সাহায্য করবে। মানুষ সারাদিনের ময়লা আবর্জনা ডাস্টবিনে ফেলবে এবং প্রতিদিন সকালে যে ডাস্টবিন গাড়ি চলে তা সব আবর্জনা নিয়ে যাবে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য দফতর চান্ডিল বাজারে ডিডিটি স্প্রে করার চেষ্টা করছে। যারা সুখরাম হেমব্রমকে সম্মানিত করেছেন তাদের মধ্যে গণেশ চন্দ্র ভার্মা, দিলীপ সিং, ছোকু লাল মাহাতো, দীনেশ ভগত, পিন্টু ভার্মা, রূপেশ দান, জিতেন্দ্র নাথ সিং, লোকনাথ সাহু প্রমুখ।

বিজেপির রাজ্যজুড়ে বুথ সবলীকরণ অভিযান শুরু

লুরিনজ্যোতি গগৈ ভূপেন বরার লাইট ভার্সন বলে মন্তব্য মুখ্য মুখপাত্র মনোজ বড়ুয়ার, অসম জাতীয় পরিষদের অভিযোগের প্রত্যুত্তর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য বিজেপি অসমে ব্যাপকভাবে তৎপর হয়ে ওঠা পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য হিসাবে নিয়ে শাসক দলটি অনবরতভাবে নানা দলীয় কার্যসূচি অব্যাহত রেখেছে। এবার রাজ্য বিজেপি সারা অসম জুড়ে বুথ সবলীকরণ অভিযান শুরু করেছে বলে জানালেন দলটির মুখ্য মুখপাত্র মনোজ বড়ুয়া। সেই সঙ্গে তিনি অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার লাইট ভার্সন বলে মন্তব্য করেছেন। একইভাবে অসম জাতীয় পরিষদের অভিযোগের যাবতীয় প্রত্যুত্তর দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত দলের সাংগঠনিক শক্তির সক্রিয়তা অটুট রাখার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরালে বিভিন্ন কার্যসূচি গ্রহণ করে আসছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচন সহ অন্যান্য নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে তৃণমূল পর্যায়ে দলের ভিত্তি অধিক সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি মঙ্গলবার থেকে সারা রাজ্য জুড়ে বুথ সবলীকরণ অভিযান শুরু করেছে। এক সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠেয় এই অভিযান আগামী ২ অক্টোবর সমাপন ঘটবে। দলের প্রত্যেক স্তরের নেতা কর্মীকে এই কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের চলিত কার্যসূচির উপর বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছেন মুখ্য মুখপাত্র মনোজ বরুয়া। এই সাংবাদিক বৈঠকে দলের সংবাদ বিভাগের আহ্বায়ক দেবান ধ্রুবজ্যোতি মরল এবং মুখপাত্র পঙ্কজ বরবরা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য বিজেপির মুখ্য মুখপাত্র মনোজ বড়ুয়া বলেন ভারতীয় জনতা পার্টির যাবতীয় কার্যসূচী শুধুমাত্র নির্বাচন কেন্দ্রিক নয়। সাধারণ জনতার কল্যাণার্থে বিজেপি বিভিন্ন সেবামূলক কার্যসূচি গ্রহণ করে আসছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে সমগ্র সেবা পক্ষ কার্যসূচির আঁধারে দলীয় কার্যকর্তারা সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন সেবামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। রাজ্য বিজেপি যুব মোর্চা রক্তদান শিবির আয়োজন করে সর্বমোট ২৩৪৬ ইউনিট রক্তদান করেছে। অনুসূচিত উপজাতি মোর্চা প্রতিটি জেলাতে জনসম্পর্ক রক্ষা করে সাধারণ মানুষের মনোভাব গ্রহণ করেছে। সংখ্যালঘু মোর্চা এবং অনুসূচিত জাতি মোর্চা গ্রাম সম্পর্ক অভিযানের মাধ্যমে গ্রাম্য এলাকার সাধারণ জনতা সরকারের সুযোগ সুবিধা গুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছেন কিনা সেই সম্পর্কে অভিযান চালিয়েছে। কিষান মোর্চার কার্যকর্তারা দরিদ্র আমজনতার মধ্যে আয়ুস্মান কার্ড বিতরণ করার পাশাপাশি চা মোর্চা এবং মহিলা মোর্চা বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির আয়োজন করেছে। একইভাবে ওবিসি মোর্চার তরফ থেকেও পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারের জন্য বাইক রেলি ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এদিকে অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ বিজেপি সরকার অসমকে ভাগবাগ করেছে বলে উত্থাপন করা অভিযোগের প্রত্যুত্তর দিয়েছেন শাসক দলটির মুখ্য মুখপাত্র মনোজ বড়ুয়া। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার অসমের প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে রেখে বৃহত্তর অসমীয়া সমাজটিকে সমভাবে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে বৃহত্তর অসময়ে জাতি জনগোষ্ঠীর সাধারণ জনতা ভারতীয় জনতা পার্টিকে অন্তর থেকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এর ফলে বর্তমান বড়ো, মিসিং, রাভা, কার্বি, ডিমাসা ইত্যাদি প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক শক্তি বিজেপির সঙ্গে রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ বিজেপির বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর বার্তা প্রচার করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি। এক্ষেত্রে লুরিনজ্যোতি গগৈর শাসক দলটির বিরুদ্ধে এই অপকর্মে লিপ্ত হওয়া কার্যকে রাজ্য বিজেপি কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়েছে। দলটির মুখ্য মুখপাত্র মনোজ বড়ুয়া বলেন গণতন্ত্রে মত পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু সমালোচনার নামে লুরিনজ্যোতি গগৈ অটল বিহারি বাজপেয়ি ভবন দুর্নীতির শপিং মলে পরিণত হওয়া বলে প্রকাশ করা বক্তব্য নিন্দার যোগ্য। এই ধরনের গতিবিধির দ্বারা লুরিনজ্যোতি গগৈ অসমের রাজনৈতিক ক্ষেত্রটিকে তরল এবং বিভ্রান্তিকর বক্তব্যর মাধ্যমে নজির সৃষ্টি করা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার লাইট ভার্সন হিসেবে পরিণত হয়েছেন বলে কটাক্ষ করেন তিনি। তাছাড়া সমালোচনার নামে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করা কার্যকে বিজেপি সহ্য করবে না বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন শাসক দলটির মুখ্য মুখপাত্র

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা জিন্নাতের এশিয়াড শেষ ৫০ হারে

মঙ্গোলিয়া ঃ যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশের হয়ে খেলতে এসেছিলেন জিন্নাত ফেরদৌস। হাংজু এশিয়ান গেমস খেলতে যাওয়ার আগে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (বিওএ) যে কয়েকজন ক্রীড়াবিদকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিল, জিন্নাত তাঁদের একজন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক পর্যায়ে বক্সিংয়ে নিয়মিতই অংশ নেন তিনি। বাংলাদেশি আমেরিকান জিন্নাত এবারের এশিয়ান গেমসে দেশের হয়ে খেলতে চাওয়ায় তাঁকে সুযোগ করে দিয়েছিল বিওএ ও বক্সি ফেডারেশন। জিন্নাতের অভিষেকটা অবশ্য আজ খুব ভালো হয়নি। যদিও তিনি প্রথম রাউন্ডে 'বাই' পেয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে লড়েছেন। ৫০ কেজি ওজন শ্রেণিতে তিনি মঙ্গোলিয়ার প্রতিযোগী ইয়ুসগেনের বিপক্ষে হেরেছেন ৫০ ব্যবধানে। এ ম্যাচ হেরে এশিয়াড থেকে বিদায় নিয়েছেন জিন্নাত। এশিয়াডে বক্সিংয়ে তিন প্রতিযোগী নিয়ে অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশের। দুজন পুরুষ আবু তালহা (৫১ কেজি ফ্লাইওয়েট) ও সেলিম হোসেন (৫৭ কেজি ফেদারওয়েট)। জিন্নাত অংশ নিয়েছিলেন মেয়েদের ৫০ কেজি ফ্লাইওয়েট বিভাগে। বাংলাদেশ দলের কোচ শফিউল আজম অবশ্য জিন্নাতের লড়াইয়ের প্রশংসাই করেছেন, 'দেখুন, জিন্নাত মাত্র দুই বছর হলো বক্সিংয়ে এসেছে। মঙ্গোলিয়ার প্রতিযোগী খুবই অভিজ্ঞ। সে ১২-১৩ বছর ধরে বক্সিং করছে। জিন্নাত লড়েছে, ভালোই লড়েছে। আমি আশাবাদী ওকে নিয়ে। সে যদি কঠোর অনুশীলন চালিয়ে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও ভালো করবে।' জিন্নাত নিজেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক পর্যায়ের বক্সিং আর এশিয়াডের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছেন, 'এশিয়াডের মান সম্পর্কে আগেই ধারণা ছিল। দারুণ অভিজ্ঞতা হলো। এশিয়ান গেমসে বক্সারদের মান অনেক উন্নত। আমি এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে দারুণ গর্বিত। ভবিষ্যতেও আমি বাংলাদেশের হয়ে খেলতে চাই।'

গতকাল পুরুষদের ৫৭ কেজি ফেদারওয়েট বিভাগে সেলিম হোসেন শ্রীলঙ্কার প্রতিযোগীকে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। তাঁর পরের লড়াই ৩০ সেপ্টেম্বর। তাজিকিস্তানের বক্সারের বিপক্ষে লড়তে হবে সেলিমকে। লড়াইটা যে যথেষ্ট কঠিন, সেটি বললেন কোচ শফিউল, 'এশিয়াডে যত ওপরের দিকে উঠবেন, তত শক্তিশালী প্রতিযোগীর সঙ্গে লড়তে হবে। এটা খুবই স্বাভাবিক। মধ্য এশিয়ার প্রতিটি দেশই বক্সিংয়ে ভালো। শারীরিক দিক দিয়েও তাঁরা শক্তিশালী। তাজিকিস্তানের প্রতিযোগী সেলিমের জন্য কঠিন হবে, এটা বলতেই হবে। তবে সেলিম শ্রীলঙ্কার প্রতিযোগীর বিপক্ষে জিতে আত্মবিশ্বাসী। সে লড়াই করবে। দেখা যাক কী হয়!'

পুরুষদের ৫১ কেজি ফ্লাইওয়েট বিভাগে তালহা প্রথম রাউন্ডে 'বাই' পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলবেন সৌদি আরবের বক্সারের বিপক্ষে। কোচ শফিউল তালহাকে নিয়ে আশাবাদী, 'সৌদি আরবের প্রতিযোগীর সঙ্গে খেলবে বলেই আশাবাদী। তালহা বর্তমানে দেশের সম্ভাবনাময় বক্সার হিসেবে পরিচিত। আমি তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছি।'

এশিয়ান গেমসে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের একমাত্র ব্যক্তিগত পদকটি এসেছে বক্সিং থেকেই। ১৯৮৬ সালে সিউল এশিয়ান গেমসে দেশকে ব্রোঞ্জ উপহার দিয়েছিলেন মোশাররফ হোসেন। ৩৭ বছর আগে পদক এলেও বক্সিং খেলাটাই সেভাবে আলোচনায় আসতে পারেনি। এ অবস্থা পরিবর্তনে কোচ শফিউল আবারও জোর দিয়েছেন বেশি বেশি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার ওপর, 'সারা বছর ধরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলতে হবে। বিদেশে বা দেশে। বক্সিং অভিজ্ঞতার খেলা। জিন্নাত যেটা আজ বুঝেছে। হয়তো খেলাটি এক ঘুষির খেলা। কিন্তু সেই ঘুষিটি দিতে গেলে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। আমি চাই আমাদের বক্সাররা বেশি করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাক।'

কোন দলে কে কে আছেন এবারের বিশ্বকাপে

কলকাতা ঃ দুয়ারে চলে এসেছে বিশ্বকাপ। আগামী ৫ অক্টোবর পর্দা উঠছে ৫০ ওভারের ক্রিকেটের ১৩তম বিশ্বকাপের। গতবারের দুই ফাইনালিস্ট ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ দিয়েই উদ্বোধন হবে বিশ্বকাপের। বিশ্বকাপের ১০টি দলই ঘোষণা করে দিয়েছে খেলোয়াড়দের নাম।

সর্বশেষ দল হিসেবে গতকাল রাতে দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। তামিম ইকবালকে ছাড়াই ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। গতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে চোটজর্জর শ্রীলঙ্কাও। দলের সবচেয়ে বড় তারকা ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে ছাড়াই বিশ্বকাপে যেতে হচ্ছে দলটিকে।

দলগুলো অবশ্য আগামীকাল ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সুযোগ পাবে দলে পরিবর্তন আনার। এরপর দলে কোনো পরিবর্তন আনতে হলে অনুমতি নিতে হবে আইসিসির।

১০ দল, ১৫০ খেলোয়াড়। কোন দল কাদের নিয়ে নামছে এবারের বিশ্বকাপ যুদ্ধে, একনজরে তা দেখে নিতে পারেন এখানে।

বাংলাদেশ দল
সাকিব আল হাসান (অধিনায়ক), নাজমুল হোসেন (সহ অধিনায়ক), লিটন দাস, তানজিদ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাসুম আহমেদ, মেহেদী হাসান, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, হাসান মাহমুদ, শরীফুল ইসলাম ও তানজিম হাসান।

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল
প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, অ্যাশটন অ্যাগার, অ্যালেক্স ক্যারি, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, মার্কাস স্টয়নিস, ডেভিড ওয়ার্নার ও অ্যাডাম জাম্পা।

আফগানিস্তান ক্রিকেট দল
হাশমতউল্লাহ শহীদি (অধিনায়ক), রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, রিয়াজ হাসান, রহমত শাহ, নজিবউল্লাহ জাদরান, মোহাম্মদ নবী, ইকরাম আলিখিল, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, রশিদ খান, মুজিব উর রেহমান, নুর আহমেদ, ফজলহক ফারুকি, আবদুল রেহমান ও নাভিন উল হক।

ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল
জস বাটলার (অধিনায়ক), মঈন আলী, গাস অ্যাটকিনসন, জনি বেয়ারস্টো, হ্যারি ব্রুক, স্যাম কারেন, লিয়াম লিভিংস্টোন, ডেভিড ম্যালান, আদিল রশিদ, জো রুট, বেন স্টোকস, রিস টপলি, ডেভিড উইলি, মার্ক উড ও ক্রিস ওকস

ভারত ক্রিকেট দল
রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া (সহ অধিনায়ক), শুবমান গিল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আইয়ার, লোকেশ রাহুল, ঈশান কিষান, সূর্যকুমার যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, শার্দুল ঠাকুর, যশপ্রীত বুমরা, মোহাম্মদ শামি ও মোহাম্মদ সিরাজ।

নেদারল্যান্ডস ক্রিকেট দল
স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক), কলিন অ্যাকারম্যান, শারিজ আহমেদ, ওয়েসলি বারেসি, লোগান ফন বিক, আরিয়ান দত্ত, সিব্র্যান্ড এঙ্গেলব্রেখট, রায়ান ক্লাইন, বাস ডি লিডি, পল ফন মিকেরেন, রোলফ ফন ডার মারওয়ে, তেজা নিদামানুরু, ম্যাক্স ও'ডাউড, বিক্রম সিং ও সাকিব জুলফিকার।

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল
নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করল খেলোয়াড়দের স্ত্রী, সন্তান, দাদিরা কেইন উইলিয়ামসন (অধিনায়ক), টম ল্যাথাম (সহ অধিনায়ক), ট্রেন্ট বোল্ট, টিম সাউদি, ড্যারিল মিচেল, ডেভন কনওয়ে, মিচেল স্যান্টনার, ইশ সোধি, রাচিন রবীন্দ্র, উইল ইয়াং, গ্লেন ফিলিপস, লকি ফার্গুসন, মার্ক চ্যাপম্যান, জিমি নিশাম ও ম্যাট হেনরি।

পাকিস্তান ক্রিকেট দল
বাবর আজম (অধিনায়ক), শাদাব খান, ফখর জামান, ইমাম উল হক, আবদুল্লাহ শফিক, মোহাম্মদ রিজওয়ান, সৌদ শাকিল, ইফতিখার আহমেদ, সালমান আগা, মোহাম্মদ নেওয়াজ, উসামা মির, হারিস রউফ, হাসান আলী, শাহিন শাহ আফ্রিদি ও মোহাম্মদ ওয়াসিম।

দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দল
টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), জেরাল্ড কোয়েৎজে, কুইন্টন ডি কক, রিজা হেনড্রিকস, মার্কো ইয়ানসেন, হাইনরিখ ক্লাসেন, কেশব মহারাজ, এইডেন মার্করাম, ডেভিড মিলার, লুঙ্গি এনগিডি, আন্দিলে ফিকোয়াও, কাগিসো রাবাদা, তাব্রেইজ শামসি, রেসি ফন ডার ডুসেন ও লিজার্ড উইলিয়ামস।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল
দাসুন শানাকা (অধিনায়ক), কুশল মেন্ডিস (সহ অধিনায়ক), কুশল পেরেরা, পাতুম নিশাঙ্কা, দিমুথ করুনারত্নে, সাদিরা সামারাবিক্রমা, চারিত আসালাঙ্কা, ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা, দুশান হেমন্ত, মহীশ তিকশানা, দুনিত ভেল্লালাগে, কাসুন রাজিতা, মাতিশা পাতিরানা, লাহিরু কুমারা ও দিলশান মাদুশঙ্কা।

লভ্যাংশের ৩ ভাগেই খুশি বাবররিজওয়ানরা

লাহৌর ঃ তাহলে ইনজামাম উল হক একটা সমাধান দিতে পারলেন!

অনেক দিন ধরেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সঙ্গে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে নেই পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা। মূলত আইসিসির লভ্যাংশের যে ভাগ পিসিবি পায়, তারই অংশ চেয়েছিলেন খেলোয়াড়েরা। কিন্তু পাকিস্তান ক্রিকেটে এমন কিছুর চর্চা নেই। এসব কারণে চার মাস ধরে পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা পিসিবি থেকে প্রতিশ্রুত অর্থ বা ম্যাচ ফি বাবদ কিছু পাচ্ছেন না। এই অচলায়তনের অবসান ঘটাতে প্রধান নির্বাচক ইনজামাম উল হকের দ্বারস্থ হয়েছিল পিসিবি। শেষ পর্যন্ত একটা সমাধানও মিলেছে।

খেলোয়াড়দের রাজি করানোর পুরো দায়িত্ব পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান ইনজামামের কাঁধে তুলে দিয়েছিলেন পিসিবি প্রধান জাকা আশরাফ। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ক্রিকেট পাকিস্তান জানিয়েছিল, পিসিবির ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান জাকা আশরাফের সঙ্গে বৈঠকে বসে ইনজামাম জানিয়েছেন, খেলোয়াড়দের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে চলমান জটিলতার অবসান আগামী দুই দিনের মধ্যেই হবে। সেটাই হতে চলেছে। দায়িত্ব পাওয়ার পরই জাকা আশরাফের বাসায় ক্রিকেটারদের পক্ষ থেকে বৈঠকে বসেছিলেন বাবর আজম। সেখানে ক্রিকেটারদের সব দাবিদাওয়া তুলে ধরেন পাকিস্তান অধিনায়ক। জাকা আশরাফও নাকি বাবরের চাহিদা শোনার পর তা পূরণের আশ্বাস দেন।

গতকাল এই তিন পক্ষের মধ্যে আরও একবার মিটিং হয়েছে। যেখানে আইসিসি থেকে পাওয়া লভ্যাংশের ৩ শতাংশ পাবেন ক্রিকেটাররা, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্রিকেট পাকিস্তান। প্রস্তাবিত নতুন চুক্তিতে আরও পর্যালোচনার পর সই করবেন ক্রিকেটাররা। প্রস্তাবিত নতুন চুক্তি অনুযায়ী, 'এ' ক্যাটাগরিভুক্ত খেলোয়াড়েরা পাবেন মাসে ৪৫ লাখ রুপি করে। 'এ' ক্যাটাগরিতে আছেন বাবর আজম, শাহিন শাহ আফ্রিদি ও মোহাম্মদ রিজওয়ানরা। বি ক্যাটাগরির ক্রিকেটাররা পাবেন ৩০ লাখ রুপি করে। কর বাবদ ১০ শতাংশ অর্থ তাঁদের পারিশ্রমিক থেকে কেটে রাখা হবে ভারত বিশ্বকাপের জন্য গতকালই দেশ ছেড়েছে বাবরের পাকিস্তান। সব সমস্যা পেছনে ফেলে বিশ্বকাপে পাকিস্তান কেমন ক্রিকেট খেলে সেটাই দেখার বিষয়।

ভারতে শিশুর যত্ন নেয়ার পদ্ধতি বাতলাতে ধর্মগুরুর সাহায্য নিচ্ছে ইউনিসেফ

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ধর্মীয় বার্তার মাধ্যমে শিশুদের যত্ন নেওয়ার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রচার করতে শুরু করেছে জাতিসংঘের সংস্থা ইউনিসেফ। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে তারা সেই কাজ আরম্ভও করে দিয়েছে।

একটি শিশুর জন্ম, তার মায়ের স্বাস্থ্য, শিশুটির পুষ্টি, তার সুরক্ষা সহ শিশুদের যত্ন নেওয়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে লেখা একটি পুস্তিকাতে যেমন কোরআনহাদিস, বেদ উপনিষদ, বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তেমনই সেগুলি ধর্মগুরুদের দিয়ে পরীক্ষাও করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

পালসপোলিও টিকাকরণ এবং করোনার সময়ে কড়া নিয়ম কানুন মানতে বাধ্য করার জন্য যেভাবে ধর্মগুরুদের দিয়ে বার্তা প্রচার করানো হয়েছিল, শিশুদের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রেও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সেই একই পদ্ধতি নিয়েছে ইউনিসেফ।

ভবিষ্যতে তাদের এই পদ্ধতি সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশগুলিতেও ইউনিসেফ ব্যবহার করবে বলে জানানো হয়েছে ।

'ফেইথ ফর লাইফ' পুস্তিকাটি ছয়টি ধর্মের জন্য আলাদাভাবে প্রকাশ করেছে ইউনিসেফের পশ্চিমবঙ্গ শাখা। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, জৈন এবং শিখ - প্রধানত যে ছয়টি ধর্মের মানুষ পশ্চিমবঙ্গে বাস করেন, তাদের জন্যই আলাদাভাবে বইগুলি লেখা হয়েছে।

বইগুলি ইংরেজিতে লেখা হয়েছে এবং বিষয়বস্তুও এক। তবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষের জন্য সেই ধর্মের ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

ইউনিসেফ বলছে, বইগুলির পাঁচটি অধ্যায়ে যে সব বৈজ্ঞানিক তথ্য দেওয়া হয়েছে, সেগুলো সবই আন্তর্জাতিকভাবেই ইউনিসেফ প্রচারপ্রসার করে থাকে। মা ও সদ্যজাতর স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতা, শিশু সুরক্ষা - বাল্যবিবাহ রোধ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে বইটিতে। বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলির সঙ্গেই প্রচলিত ভুল ধারণগুলিও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিটি বিষয়ে।

যেমন গর্ভবতী মায়ের বমি বা পা ফুলে যাওয়া অথবা রক্তাল্পতার কারণে দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা গেলে চিকিৎসা না করিয়ে 'শয়তানের দৃষ্টি' বলে চালিয়ে দেওয়ার মতো ধারণা রয়েছে সমাজের একটা অংশের মধ্যে। আবার সন্তানের জন্ম দেওয়ার সময়ে মা এবং সদ্যোজাতকে একটি অন্ধকার, অপরিষ্কার ঘরে রাখার ব্যবস্থা অথবা হাসপাতালে পুরুষ ডাক্তার চিকিৎসা করবেন, এই ভয়ে বাড়িতে সন্তানের জন্ম দেওয়ার ব্যবস্থা করার মতো প্রচলিত ভুল ধারণাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। আবার মাসিকের সময়ে পরিচ্ছন্নতা নিয়ে যে অংশটি লেখা হয়েছে, সেখানেও প্রচলিত ভুল ধারণাগুলি তুলে ধরেছে ইউনিসেফ।

যেমন, অনেকে এখনও মনে করেন যে নারীদের মাসিক হওয়াটা অপবিত্র ঘটনা। ওই সময়ে নারীদের আলাদা রাখার চল অথবা রান্না করতে না দেওয়ার মতো অবৈজ্ঞানিক ধারণার উল্লেখ করা হয়েছে বইটিতে।

প্রতিটা অধ্যায়ে যেমন ভুল এবং অবৈজ্ঞানিক ধারণাগুলি লেখা রয়েছে, পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিও লেখা হয়েছে। আর প্রতিটি পর্যায়ে ওই বিষয়টি নিয়ে ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

লেখা হয়েছে যে ইসলামের নবী মুহাম্মদ একটি মসজিদে ছিলেন, যখন তিনি আয়েশাকে একটি কাপড় দিতে বলেন। 'সহিহ্ মুসলিম' থেকে উদ্ধৃত করে লেখা হয়েছে, তিনি (আয়েশা) জবাব দেন যে তিনি রজঃস্বলা। তিনি (ইসলামের নবী মুহাম্মদ) মন্তব্য করেন ঃ তোমার মাসিক তোমার হাতে নেই, এবং তিনি (আয়েশা) সেটি (ওই কাপড়টি) এনে দেন।

আবার বাল্যবিবাহরোধের নীতিগুলি নিয়ে যেখানে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানেও সমাজের একটা অংশে প্রচলিত ধারণাগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সমাজের একটা অংশ যে কন্যাশিশুদের প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাওয়ার আগেই বিয়ে দিয়ে দেন বা কন্যাশিশুর তুলনায় পুত্রশিশুকে অতিরিক্ত নজর এবং যত্ন নেওয়া হয়ে থাকে অনেক পরিবারে, সেই বিষয়ে হিতোপদেশ থেকে লেখা হয়েছে, একটি শিশুকে তার বাবা এবং মা শিক্ষা দিলে তবেই সে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে। পুত্র হয়ে জন্ম নিলেই জ্ঞানী হয়ে ওঠে না।

কেন বৈজ্ঞানিক ধারণার সঙ্গে ধর্মযোগ?

ইউনিসেফ বলছে তারা সারা বিশ্বেই ধর্মগুরুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে থাকে।

ইউনিসেফের পশ্চিমবঙ্গ শাখার গণসংযোগ বিশেষজ্ঞ সুচরিতা বর্ধন বলছিলেন, কোভিড চলাকালীন লোকজন দূরত্ব বজায় রাখা বা মাস্ক পরার মতো সরকারি নিয়ম নীতিগুলি মানতে চাইছিলেন না। তখন ধর্মগুরুরাই একযোগে সেই সব নিয়ম মেনে চলার কথা বলেন, তখন দেখা যায় মানুষজন সহজেই সেগুলো মেনে নেন। এই অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের মনে হয় শুধু কোভিড নয়, শিশুবিকাশের যে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যাবলী রয়েছে, সেগুলোও যদি আমরা ধর্মগ্রন্থগুলি থেকে তুলে ধরতে পারি!

আবার সেগুলো তুলে ধরে ধর্মগুরুদের কাছে আমরা বলতে পারব যে মন্দিরমসজিদ বা চার্চে যখন আপনারা ধর্মীয় বাণী দিচ্ছেন, তার মধ্যেই যেন এগুলোও চলে আসে, বলছিলেন মিজ বর্ধন।

আবার ধর্মগুরুরাও যাতে সঠিক তথ্য দিতে পারেন তাদের অনুসারীদের কাছে, তার জন্য ইউনিসেফের বিশেষজ্ঞরা তথ্যগুলি বেছে দিয়েছেন।

এই প্রকল্পটিতে ইউনিসেফের সঙ্গে কাজ করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আমানত ফাউন্ডেশন।

সংস্থাটির চেয়ারম্যান মুহাম্মদ শাহ আলম বলছিলেন, প্রায় কুড়ি বছর আগে ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে পশ্চিমবঙ্গে একসঙ্গে ২৭ জন পোলিও রোগী পাওয়া গিয়েছিল। এদিকে টিকাকরণের ব্যাপারে মুসলমান সমাজে একটা প্রতিরোধ ছিল। মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছিল যে এই টিকা নিলে নারী - পুরুষ শিশুরা প্রজনন ক্ষমতা হারাবে ইত্যাদি।

ইউনিসেফ খুবই উদ্বিগ্ন ছিল ব্যাপারটা নিয়ে। তখনই আমাদের সঙ্গে তাদের চুক্তি হয়। আমরা বিভিন্ন ইমাম,মে।লানাদের বক্তব্য দিয়ে একটি সিডি বার করি। সেটা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। টিকাকরণ এতই ভাল হয়েছিল যে ওই বছরের বাকি সময়টাতে মাত্র একজন পোলিও রোগী চিহ্নিত হয়, জানাচ্ছিলেন মি. আলম।

তিনি বলছিলেন এরপর থেকেই নানা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ধর্মগুরুদের প্রচারের কাজে যুক্ত করা হয়েছে।

আসলে আমাদের সমাজে অনেকে ধর্মগুরুদের এবং ধর্মীয় বাণীগুলিকেই সবথেকে বেশি বিশ্বাস করেন। সেজন্যই কোনও বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণা বা তথ্যও তাদের মাধ্যমেই বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা সহজ হয়, বলছিলেন মি. আলম।

শিশুদের যত্ন নেওয়ার প্রকল্পটি নিয়ে প্রায় দুবছর কাজ চলেছে।

প্রথমে ইউনিসেফের নিয়মনীতিগুলি নিয়ে ধর্মগুরু এবং ধর্মীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তারপরে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় গ্রন্থে ওই বিষয়ে কী কী লেখা আছে, তা খুঁজে বার করা হয়েছে।

এরপরে আবার ধর্মগুরুদের কাছে বইগুলি দিয়ে, সেগুলোতে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এই প্রকল্পটি নিয়ে সম্প্রতি সার্কভুক্ত দেশগুলির ইউনিসেফ কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে আলোচনা হয়।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ, নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং মালদ্বীপেও ইউনিসেফ কর্তারা পশ্চিমবঙ্গ শাখার বইগুলি প্রচারের জন্য ব্যবহার করবেন বলে ইউনিসেফ জানাচ্ছে।

টুকরো খবর

গাল্টাগাল্টি আল্টিমেটাম কর্মসূচিকে কীভাবে দেখছে দুই দল?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে সম্প্রতি ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি পরস্পরকে পাল্টাপাল্টি আল্টিমেটাম দিলেও কোন দলই পরস্পরের বিরুদ্ধে এমন কর্মসূচিকে মুখে অন্তত গুরুত্ব দিচ্ছেন না। দু'দলই বলছে যে, এ ধরনের কর্মসূচিতে বিচলিত নন তারা। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ.ফ.ম. বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, এ ধরণের ঘোষণা নিয়ে তার দল কোনভাবেই বিচলিত নয়। কারণ বিএনপি এ ধরণের আল্টিমেটাম দিয়ে কোনও কিছুই করতে পারে না। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান আওয়ামী লীগের আল্টিমেটামের বিষয়ে বলেন, ক্ষমতাসীনদের এমন ঘোষণাকে খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন না তারা। বিষয়টি নিয়ে খুব একটা কথা বলতেও রাজি হননি তিনি। আর রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা কেউ কেউ বলছেন, নির্বাচনের আগে আগে এ ধরণের ঘোষণা আসাটাই স্বাভাবিক। এগুলোকে দলগুলোর রাজনীতির মাঠে বল ঘোরানোর প্রয়াস বলে মনে করছেন তারা। সোমবার রাজধানীর উত্তরার আজমপুরে এক জনসভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিএনপিকে ৩৬ দিনের আল্টিমেটাম দেন। এই ৩৬ দিনের মধ্যে তিনি বিএনপিকে 'অপরাজনীতি, আগুন সন্ত্রাস, নাশকতার রাজনীতি ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র' বন্ধ করার আহ্বান জানান। তা না হলে বিএনপির 'হাত গুড়িয়ে দেয়া হবে' বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। এর আগে রবিবার নয়াপল্টনে খালেদা জিয়ার মুক্তি চেয়ে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দেয় বিএনপি। আল্টিমেটাম দেয়ার পর বিএনপি নেতারা বলেন, দাবি মানা না হলে বাঁক পরিবর্তন করার মতো কর্মসূচি আসতে পারে। খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপির দেয়া আল্টিমেটাম আজ মঙ্গলবারেই শেষ হচ্ছে। তবে তাদের এই হুঁশিয়ারিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না আওয়ামী লীগ। দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ.ফ.ম. বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, এ ধরণের আল্টিমেটাম তারা(বিএনপি) বিভিন্ন সময়েই দিয়েছে। এগুলো আসলে কী উদ্দেশ্যে দেয় এবং আল্টিমেটামের পর তারা কী বলবে তা চিন্তা না করেই তারা এই ঘোষণা দেয়। জনগণের যেহেতু সমর্থন নাই তাই আল্টিমেটাম দিয়ে তারা কিছু করতে পারে না, মন্তব্য করেন তিনি। এদিকে আওয়ামী লীগের আল্টিমেটাম নিয়েও অনেকটা একই সুরে কথা বলেছে বিএনপি। দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান বলেন, তারা (আওয়ামী লীগ) সময় বেঁধে দেয়ার কে? আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, সহিংসতা কে করছে? শান্তি সমাবেশের নামে তারাই তো লাঠিয়াল বাহিনী, হেলমেট বাহিনী দিয়ে সহিংসতা করছে।

৩৬ দিনের আল্টিমেটাম কেন?

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সোমবার আল্টিমেটাম দেয়ার সময় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, রাস্তা বন্ধ করে অবরোধ বা নাশকতার সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। বরং নির্বাচনে অংশগ্রহণের একটি সুযোগ আছে উল্লেখ করে তিনি তাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। ফলে একটি প্রশ্ন উঠেছে যে, ৩৬ দিনের আল্টিমেটাম দেয়ার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ আসলে কী বার্তা দিতে চাইছে। আল্টিমেটাম ঘোষণার ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ। তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিষয়টি জানেন না উল্লেখ করে কোন মন্তব্য করতে চাননি। নির্বাচন এগিয়ে আসবে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরেও তিনি বলেছেন, এ বিষয়ে কোন আলাপ আলোচনা এখনো দলে হয়নি। আওয়ামী লীগের আরেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ.ফ.ম. বাহাউদ্দিন নাছিম অবশ্য বলেছেন যে, বিএনপিকে নির্বাচনে আনার জন্যই ৩৬ দিনের আল্টিমেটাম দেয়া হয়েছে। তবে ৩৬ দিন কেন এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমরা মিনিট ঘণ্টা হিসাব করে কর্মসূচি দেই না। এটাই আওয়ামী লীগের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য। এজন্যই ৩৬ দিন সময় দেয়া হয়েছে। তারা (বিএনপি) নির্বাচনের পথে আসুক সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা সেটাই বলতে চেয়েছি। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় যাতে জনগণ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারে। ৩৬ দিনের আল্টিমেটামের মাধ্যমে বিএনপির মধ্যে নির্বাচনে অংশ নেয়ার 'সদিচ্ছা' তৈরির তারা চেষ্টা করছেন বলেও জানান তিনি। একটা তারিখ দেয়া হয়েছে যেটা হয়তো বা নির্বাচনে আসার পথে একটি সুনির্দিষ্ট সময়কে উল্লেখ করা। এর আগেও তো সদিচ্ছার সৃষ্টি হলে, শান্তির পথে ঘোষণা দিলে আসতে পারে। সে ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। আর এর পরে আসলে কী হবে এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পরে আসলে সেটাও তাদের ইচ্ছা, নির্বাচনের পথে আসুক সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা সেটাই বলতে চেয়েছি। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন এরইমধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছে যে, আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ নাগাদ দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। সে হিসেবে নভেম্বর নাগাদ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে সোমবারও বলেছেন, আগামী মাসে খেলা হবে। আসল খেলা, ফাইনাল খেলা। ফাইনাল খেলা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। তবে আওয়ামী লীগের ৩৬ দিনের আল্টিমেটাম আসলে নির্বাচন এগিয়ে আসার বিষয়ে কোন বার্তা দেয় কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এ বিষয়ে বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, সেটা পুরোপুরিই নির্বাচন কমিশনের উপরে নির্ভর করবে। নির্বাচন কমিশন সংবিধান অনুযায়ী যখন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে সেসময়েই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যেতে প্রস্তুত বলেও জানান তিনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, দুই দল পরস্পরকে যে আল্টিমেটাম দিচ্ছে, দেশের ইতিহাসে এগুলো আসলে নতুন কিছু নয়। বরং '৯০ এর দশকে গণতান্ত্রিক শাসনে ফেরার পর থেকেই এ ধরণের আল্টিমেটামের রাজনীতি বাংলাদেশে চলে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক গোবিন্দ চক্রবর্তী বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক ধরণের সন্ধিক্ষণ চলছে। বাংলাদেশের শক্তিমান দুটি রাজনৈতিক দল দীর্ঘদিন ধরে আল্টিমেটামের এই সংস্কৃতি বজায় রেখে চলেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দুই দল যখন খেলে তখন বলতো স্পিন করাতে হয়, বল তো ঘোরাতে হয়। এই বল ঘোরানোর যে রাজনীতি সেটা দুই দলই সমান তালে করতে থাকে। বরাবর বিরোধী দল আল্টিমেটাম দিয়ে আসলেও সরকারি দলের আল্টিমেটাম দেয়ার ঘটনা এটাই প্রথম বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। মি. চক্রবর্তী মনে করেন, এর মাধ্যমে হয়তো তারা বিএনপিকে বোঝাতে চাইছে যে, বিএনপি আন্দোলন বাদ দিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিক, নইলে ভবিষ্যতে তারা আরো কঠোর হতে পারে। বাংলাদেশে গত প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে বিএনপি। এর মধ্যেই তারা সর্বশেষ খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছে। এদিকে আওয়ামী লীগের আল্টিমেটামটি 'হাস্যকর' বলে মন্তব্য করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, বিএনপি এতো দিন বলেছে যে, এই সরকারের অধীনে বিএনপি নির্বাচনে যাবে না। এখন আওয়ামী লীগ আল্টিমেটাম দিলেও নির্বাচন কীভাবে হবে, বিএনপির দাবি মেনে নিয়ে বিকল্প উপায়ে নির্বাচন হবে কি না সে বিষয়ে কোন তথ্য জানানো হয়নি। নির্বাচনের যেহেতু খুব বেশি সময় বাকি নেই এবং মার্কিন ভিসা নীতি কার্যকর হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কারণে এ ধরণের কথা চালাচালি এখন আরো বেশি পরিমাণে চলবে বলেও মনে করেন তিনি। যদিও নির্বাচন কমিশন এরইমধ্যে বলেছে যে, নির্বাচনের দুই মাস আগে তারা তফসিল ঘোষণা করবে। তারপরও, বর্তমান নির্বাচন কমিশন সরকারের প্রভাবমুক্ত হয়ে তফসিল ঘোষণা করতে পারবে না বলেও মনে করেন মি আহমদ। কারণ এই সরকারের অধীনে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তারা সরকারের কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করে কোন কিছু করার মতো অবস্থানে নেই। তফসিল ঘোষণাটা তখনই তারা করবে যখন সরকার থেকে শুভ সংকেত পাবে, বলেন তিনি।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
28:09:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

'যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বাজারে কমছে পোশাক রপ্তানি'

ঢাকা ঃ মানবজমিনের প্রধান খবর, 'যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বাজারে কমছে পোশাক রপ্তানি'। ... রপ্তানিকারক সমিতি বিজিএমইএর কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান। তিনি বলেন, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি ও দেশে মূল্যস্ফীতি বাড়ায় তৈরি পোশাক খাতে উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে। এর মধ্যে চলতি বছর ন্যূনতম মজুরি বোর্ড তথা নতুন মজুরি কার্যকর হলে পোশাক শিল্প আরও চাপে পড়বে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে কোনো সমস্যা হবে না বলে জানিয়েছেন তিনি। বিজিএমইএ নতুন বাজারগুলোতে রপ্তানি বাড়াতে কাজ করছে বলেও তিনি জানান।

ক্যান্সার না বিষপ্রয়োগ ঃ কবি পাবলো নেরুদার যে মৃত্যুরহস্য আজও অজানা

চিলি (এজেন্সী) ঃ সাহিত্যে নোবেল জয়ী চিলির কবি পাবলো নেরুদার মৃত্যুর পর অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গেলেও তার মৃত্যুর কারণ নিয়ে রহস্য কাটেনি।

তার মৃত্যুর ১২ বছর পর, প্রথমবারের মতো অভিযোগ উঠেছিল যে তৎকালীন স্বৈরশাসক জেনারেল অগাস্টো পিনোশের নির্দেশে নেরুদাকে হত্যা করা হয়েছে।

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই অভিযোগের তদন্ত চলে, কিন্তু এখনও এ বিষয়ে সুরাহা হয়নি। তার মৃত্যুর কারণ খুঁজে বের করার জন্য কানাডা, ডেনমার্ক এবং অন্যান্য দেশের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা কবির দেহাবশেষে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ নিশ্চিত কোনও উত্তর দিতে পারেনি।

কবির প্রাক্তন গাড়িচালক ও ব্যক্তিগত সহকারী ম্যানুয়েল আরায়া প্রথম অভিযোগ করেন, নেরুদা স্বাভাবিকভাবে মারা যাননি, বরং তাকে হত্যা করা হয়েছে।

মামলার কোনও নিষ্পত্তি দেখার আগেই মি. আরায়াও চলতি বছরের জুনে ৭৭ বছর বয়সে মারা গিয়েছেন।

পাবলো নেরুদার ভাতিজা রোদোলফো রেইস সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে বিবিসিকে বলেছেন, আমরা স্পষ্ট ব্যাখ্যা চাই। এখন সবকিছু আদালতে বিচারকের রায়ের ওপর নির্ভর করছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে এবং আমরা সবাই বিচারকের রায় ঘোষণার অপেক্ষায় আছি।

নেরুদা তার রোমান্টিক বা প্রেমের কবিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তার অনবদ্য কাব্য চর্চার জন্য ১৯৭১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন তিনি। নোবেল জয়ের মাত্র দুই বছর পর ১৯৭৩ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ঠিক ৫০ বছর আগে ৬৯ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

সে সময়ে চিলিতে এক সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছিল, যার মাধ্যমে জেনারেল পিনোশে ক্ষমতায় আসেন। অভ্যুত্থানের মাত্র ১২ দিনের মাথায় কবির মৃত্যুর বিষয়টি নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়।

পাবলো নেরুদা প্রোস্টেট ক্যান্সারে ভুগছিলেন এবং তার মৃত্যু সনদে বলা হয়েছে যে তিনি 'ক্যান্সারাস ক্যাশেক্সিয়া'তে মারা গেছেন।

ম্যানুয়েল আরায়া, যিনি কবির জীবনের শেষ বছরটিতে তার সাথে কাজ করেছিলেন, তিনি ২০১১ সালে দাবি করেন যে নেরুদা যেন মেক্সিকোতে নির্বাসনে যেতে না পারেন সেজন্য হাসপাতালে তাকে মারাত্মক প্রাণঘাতি ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল। পিনোশের সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে কবির মেক্সিকোতে যাওয়ার কথা ছিল এবং বিরোধী দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। নেরুদা ছিলেন একজন কমিউনিস্ট বা বামপন্থী। অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সমাজতান্ত্রিক দলের প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তিনি।

ম্যানুয়েল আরায়া বিবিসিকে বলেছেন, তারা নেরুদাকে হত্যা করেছিল, কারণ তিনি পিনোশের স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে দেশ ছেড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন।

তার দাবির পর, নেরুদার দেহাবশেষ ২০১৩ সালে কবর থেকে তোলা হয় এবং ফরেনসিক পরীক্ষা করা হয়।

টরন্টোর ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটি এবং কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, তিনি ক্যান্সারে মারা যাননি।

তবে তার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কী ছিল তা বলতে পারেনি এই প্যানেল। এ কারণে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার আদেশ দেওয়া হয়। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে তাদের আরেকটি প্রতিবেদন বের হয়। এতে বলা হয়, নেরুদার একটি দাঁতে ক্লোস্ট্রিডিয়াম বোটুলিনাম ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন তারা।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, 'বোটুলিজম স্ট্রেইন' মূলত সবচেয়ে মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থগুলোর একটি হিসেবে পরিচিত 'বোটুলিনাম' তৈরি করে, এবং এটি বেশ কয়েকটি দেশে জৈবিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা যায়।

তবে ক্লোস্ট্রিডিয়াম বোটুলিনাম যে নেরুদার মৃত্যুর মূল কারণ, এ পরীক্ষা সেই প্রমান দেয় না বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন।

এই বিষাক্ত পদার্থটি 'ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে' সেটিও মনে করা হয় না। বিজ্ঞানীদের এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন এখন চিলির বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সামনে রয়েছে। বিচারক পওলা প্লাজা তদন্তের বিষয়ে রায় দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

তবে, তিনি কখন রায় ঘোষণা করবেন নাকি সত্যতা প্রমাণের জন্য আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার আদেশ দেবেন, সেটি এখনও স্পষ্ট নয়।

এই ঘটনা চিলির সরকার এবং নেরুদা পরিবারকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিয়েছে। যদিও রোদোলফো রেইস বিশ্বাস করেন যে তার চাচাকে হত্যা করা হয়েছে, তবে পাবলো নেরুদার অন্য ভাতিজা বার্নার্ডো রেইস পুরো তদন্তকে 'হতাশাজনক' এবং মিথ্যা খবরের ভিত্তিতে সাজানো হয়েছে বলে দাবি করছেন।

নেরুদা ফাউন্ডেশন কবি নেরুদার সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজ করে। সংস্থাটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তিনি প্রাকৃতিক কারণে মারা গেছেন।

নেরুদার স্ত্রী, মাতিলদে ওরুটিয়া, তার স্বামীর মৃত্যুর পর ১২ বছর বেঁচে ছিলেন কিন্তু তিনি কখনও অভিযোগ করেননি যে তার স্বামীকে খুন করা হয়েছে।

তবে, তিনি আশা করেননি যে তার স্বামী এত তাড়াতাড়ি মারা যাবেন কারণ চিকিৎসকরা তাকে বলেছিলেন যে কবি আরও অন্তত ছয় বছর বাঁচতে পারবেন।

তিনি মনে করেন, সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে যখন দেশটির রাজনীতি ধ্বংস হয়ে যায় তখন নেরুদা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন এবং সেই ভাঙ্গা হৃদয় নিয়েই তিনি মারা যান।

প্রসিকিউটররা বেশ কয়েকজন চিকিৎসক, নার্স, কূটনীতিক ও রাজনীতিবিদদের সাক্ষাতকার নিয়েছেন। সেইসাথে নেরুদার বন্ধুদের সাথেও কথা বলেছেন যারা তাকে তার শেষ দিনগুলিতে দেখেছিলেন।

তাদের মধ্যে কয়েকজন বলেছেন যে শেষ সময়ে নেরুদা মারাত্মক অসুস্থ ছিলেন।

আমার তাকে দেখে স্পষ্ট মনে হয়েছে যে তিনি মারা যাচ্ছেন, বলেছেন কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু আইদা ফিগুয়েরো, যিনি কবির শেষ সময়ে হাসপাতালে তার সাথে ছিলেন। কিন্তু অন্যরা বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত ছিলেন না। চিলিতে নিযুক্ত মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত গঞ্জালো মার্টিনেজ কোরবালা কবি মারা যাওয়ার এক দিন আগে তাকে দেখেছিলেন। তিনি তদন্তকারীদের বলেছেন, আমি পাবলো নেরুদার সাথে তার মেক্সিকো সফরের প্রস্তুতি সম্পর্কে কথা বলেছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া তার জন্য বেদনাদায়ক ছিল। তবে বিদেশে গিয়ে তিনি কী ভূমিকা পালন করতে পারবেন, সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি বলেন।

আমি তার মধ্যে এমন কিছুই দেখিনি যেটা দেখে মনে হতে পারে যে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। তিনি এতোটাও অসুস্থ ছিলেন না যে কথা বলতে বা নিজের খেয়াল রাখতে পারছেন না।

তাকে মৃত্যু পথযাত্রী বলে মনে হয়নি। কোমায় যাওয়ার অবস্থায়ও ছিলেন না।

অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, কবি নেরুদা হত্যার অভিযোগ তুলতে আরায়ার প্রায় ৪০ বছর লাগলো কেন?

জবাবে, কবির ড্রাইভার এবং প্রাক্তন সহকারী বলেছিলেন, ১৭ বছরের একনায়কতন্ত্র চলার সময় এ ধরনের অভিযোগ তোলা খুব বিপজ্জনক ছিল।

এজন্য পরবর্তীতে ১৯৯০ এবং ২০০০ এর দশকে তিনি চিলির সংবাদমাধ্যমকে তার বলা গল্পটি লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

কিন্তু আমি জানতাম না যে, এ বিষয়ে আমার কী করা উচিত এবং কীভাবে করা উচিত। তখন কেউ আমার এ সংক্রান্ত কথা শুনতেও চায়নি, তিনি বলেন।

এ বছরের মে মাসে মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে, বিবিসির সাথে কথা বলার সময় আরায়া তার দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন।

তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, নেরুদাকে খুন করা হয়েছিল। আমি শুরু থেকে এটি বলে আসছি এবং আমি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এ কথা বলতেই থাকব।

ইরাকে বিয়ের অনুষ্ঠানে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১০০ জন নিহত

নিনেভাহ ঃ ইরাকের উত্তরাঞ্চলে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১০০ জন নিহত এবং আরও অন্তত দেড়শ মানুষ আহত হয়েছেন বলে দেশটির সরকারি গণমাধ্যম খবর দিয়েছে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সংঘটিত এ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতদের মধ্যে বর এবং কনেও রয়েছে।

দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় নিনেভাহ প্রদেশের আল হামদানিয়া জেলায় ঘটনাটি ঘটেছে। তবে আগুনের কারণ সম্পর্কে জানা যায়নি।

যদিও প্রাথমিক তথ্যে জানা যায়, অনুষ্ঠানে আতশবাজি পোড়ানোর পরপরই ঘটনাস্থলে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

ইরাকি বার্তা সংস্থা নিনা'র পোস্ট করা একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য চেষ্টা করছেন।

আর স্থানীয় সাংবাদিকরা সামাজিক মাধ্যমে যেসব ছবি দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে বিয়ের অনুষ্ঠানস্থলের সব কিছু পুড়ে গেছে।

এছাড়া ভবনটিতে থাকা দাহ্য জাতীয় দ্রব্যাদির কারণে এক পর্যায়ে সিলিং ভেঙ্গে নীচে পড়ে যায়। ইরাকে সিভিল ডিফেন্স ডিরেক্টরেটকে উদ্ধৃত করে বার্তা সংস্থা ‐ নিনা খবর দিয়েছে, আগুনের কারণে হলরুমের একটি অংশ ধ্বসে পড়েছে কারণ এগুলো দাহ্য জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি ভবনটি তৈরিতেও নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের একজন সাংবাদিকের করা একটি ভিডিওতে দেখা যায় বুধবার ভোরে দমকল কর্মীরা তল্লাশি চালিয়ে ধ্বংসস্তূপের ভেতরে কেউ আটকা পড়ে আছে কিনা, কিংবা কারো লাশ পাওয়া যায় কিনা তা অনুসন্ধান করে দেখছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন স্থানীয় সময় রাত পৌনে এগারটায় যখন ভবনটিতে আগুন লাগে তখন সেখানে শত শত মানুষ উৎসব করছিলো। আমরা দেখলাম আগুন হল রুমের দিকে ছুটে আসছে। যারা পারলো বের হয়ে আসলো আর বাকীরা আটকা পড়লো, আগুন থেকে বেঁচে আসা ইমাদ ইয়োহানা রয়টার্সকে বলেছেন।

কর্তৃপক্ষ অ্যাম্বুলেন্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছে বলে সরকারি ঘোষণায় জানানো হয়েছে। সামাজিক মাধ্যম 'এক্স' এ দেশটির প্রধানমন্ত্রীর অফিসের এক পোস্টে বলা হয়েছে 'দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তাসহ প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপের ব্যবস্থা করা হয়েছে'।

নিনেভাহ অঞ্চলের বিভিন্ন হাসপাতালে আহতদের পাঠানো হয়েছে বলে ওই অঞ্চলের গভর্নর জানিয়েছেন।

তার তথ্য অনুযায়ী হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

হামদানিয়ার প্রধান হাসপাতালে অনেক মানুষ আহতদের রক্ত দেয়ার জন্য ভিড় করছেন। এটি ওই অঞ্চলের রাজধানী মসুলের পূর্ব দিকে অবস্থিত।

চার স্বামী, এক শাশুড়িসহ ১২ জনকে খুন করেছেন যে আমেরিকান সিরিয়াল কিলার

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ তাকে যদি 'হাস্যময়ী ন্যানি' বলে সম্বোধন করা হতো তাহলে কোন ভুল হত না। ভারী শরীরের এই ন্যানি সবসময় হাসতেন। কিন্তু সে হাসির পিছনে ছিল আড়াই দশক ধরে করা অনেক ক'টি খুনের ইতিহাস। ন্যানি ডস একজন আমেরিকান নারী সিরিয়াল কিলার, যিনি ১৯২০ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে অন্তত ১২ জনকে খুন করেছিলেন। জন্মের পর বাবামা তার নাম রেখেছিলেন ন্যান্সি হ্যাজেল। তিনি ১৯০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালাব্যামা রাজ্যের এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার অপরাধের আনুষ্ঠানিক বিবরণীতে লেখা আছে, পাঁচ বছর বয়স থেকেই তাকে 'ন্যানি' নামে ডাকা হত। জেমস এবং লুইসা হ্যাজেলের ছিল পাঁচ সন্তান, ন্যানিসহ সবাই বাড়িতে কাজ করতেন এবং কৃষিকাজ করতেন। জেমস প্রায়ই তাদের মাঠে কাজ করতে পাঠাতেন। এমন পরিস্থিতিতেও ন্যানি এবং তার ছোট ভাইবোনরা সামান্য শিক্ষা লাভ করতে পেরেছিলেন। পাম জোন্স নামে অ্যালাব্যামার অপরাধ বিশেষজ্ঞ, গবেষণা করে দেখেছেন যে জেমস হ্যাজেল বেশ বদরাগী ছিলেন এবং অনেক বকাঝকা করতেন। এবং তিনি ন্যানির জন্মদাতা পিতা নাও হতে পারেন, এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। জোন্স লিখেছেন যে, জেমস অন্য কিশোরদের সাথে ন্যানিকে কোন রকম যোগাযোগ করতে দিতেন না। মেয়েকে মেক-আপ করতে দেয়া, সুন্দর কাপড় পরা কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যাওয়ার সুযোগ ‐ কোনটাই দিতে রাজি হতেন না জেমস। এমনকি গির্জার বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায়ও মেয়ের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তার পারিবারিক গল্প থেকে জানা যায়, ন্যানি রাতে লুকিয়ে যুবকদের সাথে দেখা করতেন। সাংবাদিক উইলিয়াম ডি লং এর মতে, কিশোরী বয়সে ন্যানি ভবিষ্যতে তার স্বামীর সাথে একটি সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখতেন। তার অবসর সময় কাটত রোমান্স ম্যাগাজিন, বিশেষ করে 'একাকী হৃদয়' ধরণের কলাম পড়ে। সম্ভবত তার বাবার নানা কঠোর আচরণের কারণে তিনি এই রোম্যান্স ম্যাগাজিনেই আশ্রয় খুঁজতেন। জোন্স লিখেছেন যে, ১৬ বছর বয়সে ন্যানি চার্লস ব্রিগস নামে স্থানীয় টেক্সটাইল কোম্পানিতে কাজ নেন। কর্মস্থলেই এক সহকর্মীর প্রেমে পড়েছিলেন তিনি। দেখা হওয়ার কয়েক মাস মধ্যেই তারা বিয়ে করেন এবং ছয় বছরের সংসার জীবনে অর্থাৎ ১৯২৭ সালের মধ্যে তাদের চারটি কন্যা সন্তান হয় অপরাধ বিশেষজ্ঞ জোন্স, ন্যানি সম্পর্কে চার্লসের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, ন্যানি সুন্দরী ছিলেন এবং তার সাথে খুব ভাল সময় কেটেছিল। আমাদের দাম্পত্য জীবন খুব ভালোভাবে শুরু হয়েছিল, কিন্তু কয়েক বছর পর ন্যানি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে। এই সুখী দম্পতি চার্লসের মায়ের সাথে থাকতেন, যিনি তার বাবার মতোই ন্যানির সাথে খারাপ আচরণ করতেন। সম্ভবত এ কারণেই তাদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছিল। যা ন্যানিকে তার প্রথম খুনের দিকে ধাবিত করেছিল। নারী খুনিদের নিয়ে 'ডেডলিয়ার দ্যান মেন' বইয়ে, টেরি ম্যানার্স লিখেছেন যে, বিয়ের প্রথম কয়েক বছর ন্যানি এবং তার স্বামী দুজনই মদে আসক্ত হয়ে পড়েন এবং বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের দিকে ঝুঁকে যান। যে বছর তাদের কনিষ্ঠ কন্যা, 'ফ্লোরেন্স' বা 'ফ্লোরিন' জন্মগ্রহণ করেন, তার মেঝো ও সেঝো কন্যা 'সন্দেহজনক খাদ্য বিষক্রিয়ায়' অপ্রত্যাশিতভাবে মারা যায়। সে সময় দুটি মৃত্যুকেই আকস্মিক বা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বলে অভিহিত করা হয়। তবে পরিবারের সদস্য এবং পুলিশের ধারণা যে এই দুটি মৃত্যু মূলত ন্যানির কয়েক দশক ধরে চালানো ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ডের সূচনা ছিল। দুই সন্তানের কবরের মাটি শুকানোর আগেই চার্লস তার বড় মেয়ে মেলভিনাকে নিয়ে কোথাও চলে যান। তখন ছোট ফ্লোরিন তার মায়ের সাথেই থাকত। এভাবে ১৯২৮ সালে ন্যানির প্রথম বিয়েটি বিচ্ছেদে গড়ায়। চার্লস ১৯২৮ সালের শেষের দিকে মেলভিনা এবং তার নতুন স্ত্রীকে সাথে নিয়ে ফিরে আসেন। তখন ন্যানি তার দুই মেয়েকে নিয়ে তার বাবামায়ের কাছে চলে যান। নিজের এবং তার সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য স্থানীয় একটি তুলা কলে কাজ করা শুরু করেন। তাই চার্লস ভাগ্যবান যে তার জীবন রক্ষা পেয়েছিল।জোন্স লিখেছেন যে, দ্বিতীয় স্বামীর সন্ধানে, ন্যানি এক নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করেন। ভবিষ্যতের সঙ্গী খুঁজে পেতে সে সময় 'সিঙ্গেল' ক্লাবগুলোয় বিজ্ঞাপন দেয়া যেতো। ফ্রাঙ্ক হ্যারেলসন একটি কবিতা ও ছবি দিয়ে ন্যানির বিজ্ঞাপনের উত্তর দেন। ন্যানি টানা ১৬ বছর ধরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। পরে তিনি বুঝতে পারেন যে তার দ্বিতীয় স্বামী তার উপর বোঝা ছাড়া আর কিছুই না। তবে, ফ্রাঙ্ককে হত্যা আগে ন্যানি তার পরিবারের অন্তত দুই সদস্য ‐ তার ভাগ্নে এবং ভাগ্নিকে হত্যা করেছিলেন। ন্যানির বড় মেয়ে মেলভিনা ১৯৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে বিয়ে করেন এবং তিনি প্রথমে একটি পুত্র এবং দুই বছর পরে একটি কন্যা সন্তান জন্ম দেন। জোন্সের মতে, মেলভিনা এবং তার স্বামী হাসপাতালের কেবিনে ঘুমানোর সময় ন্যানি তার নাতনিকে দোলাতে শুরু করেন। এর এক ঘণ্টার মধ্যে নবজাতকের মৃত্যু হয়। মাতৃত্বকালীন ওষুধের প্রভাবে, মেলভিনা ভেবেছিলেন যে তিনি তার মাকে একটি কলম দিয়ে তার নবজাতককে আঘাত করতে দেখেছেন। বিষয়টি মেলভিনা তার পরিবারের অন্যদের জানালেও কেউ ন্যানিকে সন্দেহ করেনি। প্রায় ছয় মাস পরে, মেলভিনা তার শিশু পুত্র রবার্টকে তার মা ন্যানির কাছে রেখে যায় কিন্তু ওই ছেলেটিও রহস্যজনকভাবে শ্বাসরোধে মারা যায়। জোন্স লিখেছেন যে, শিশুটির মৃত্যুর পর ন্যানি শিশুটির নামে ৫০০ ডলার বীমার অর্থ পেয়েছিলেন। তবে এটি শেষবার ছিল না যখন ন্যানি খুন করার মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। এবার স্বামী ফ্রাঙ্কের পালা। গবেষক গর্ডন হার্ভির মতে, তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে ফিরে আসা বন্ধুদের সাথে পার্টি করে এক রাতে বাড়িতে ফেরেন। আদালতে ন্যানির দেয়া বক্তব্য অনুযায়ী, সেই রাতে ফ্রাঙ্ক জবরদস্তি করে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এবং পরের দিন স্বামীর মদের মধ্যে ইঁদুরের বিষ মিশিয়ে দেয় ন্যানি। এর এক সপ্তাহের মধ্যে ১৯৪৫ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান। ডি লং লিখেছেন যে, মানুষ ধরে নিয়েছিল যে ফ্রাঙ্ক খাদ্যে বিষক্রিয়ায় মারা গেছেন। এদিকে, ন্যানি এক টুকরো জমি এবং একটি বাড়ি কেনার জন্য ফ্রাঙ্কের মৃত্যুর পর তার জীবন বীমার অর্থের যথেষ্ট পরিমাণ তুলে নেন। ন্যানি তখন নর্থ ক্যারোলাইনায় হাজির হন, যেখানে তিনি আবার 'লোনলি হার্ট' বিজ্ঞাপনে প্রেম এবং জীবনসঙ্গী হওয়ার প্রস্তাব দেন। আর্লি ল্যানিং নামের একজন শ্রমিক দলের নেতা, মাত্র দুই দিন দেখা করার পর মধ্যবয়সী ন্যানিকে বিয়ে করেন। জোন্স লিখেছেন যে নর্থ ক্যারোলিনায় বসবাস করার সময়, ন্যানি একজন সম্মানিত বিবাহিত নারী হিসাবে জীবনযাপন করেছেন এবং স্থানীয় মেথডিস্ট চার্চের সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। তিনি প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সহানুভূতিও অর্জন করেছিলেন কারণ সবাই জানত যে তার স্বামী শহরে পতিতাদের কাছে যেতেন। তাই বমি, মাথা ঘোরা এবং অন্যান্য উপসর্গে ভুগে যখন আর্লি ল্যানিং মারা যান, তখন তারা শোকার্ত বিধবাকে সন্দেহ না করে সবাই তার সাথে ভালো ব্যবহার করেছে। ন্যানি তার বন্ধু এবং প্রতিবেশীদের বলেছিলেন যে তার স্বামীকে সকালের নাস্তা এবং কফি খাওয়ানোর পরেই তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। চিকিৎসকরাও হার্ট অ্যাটাকের কারণ হিসেবে মদপানকে দায়ী করেছেন। হার্ভে লিখেছেন, ওই সময় ফ্লু ভাইরাসও ছড়িয়ে পড়েছিল। সব মিলিয়ে ন্যানির তৃতীয় স্বামীর মৃত্যুকে সন্দেহজনক বলে মনে করা হয়নি। তাই মৃতদেহের কোন ময়নাতদন্ত করা হয়নি। ন্যানি যখন জানতে পারেন যে, তার প্রয়াত স্বামী বাড়িটি নিজের বোনকে লিখে দিয়ে গেছেন, তখন তিনি তার টেলিভিশনসহ অন্যান্য মালপত্র গুছিয়ে শহর ছেড়ে চলে যান। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বাড়িটি পুড়ে ছাই আর কয়লায় পরিণত হয়। ন্যানি এরপর কাছে এক শহরে তার প্রয়াত স্বামী আর্লির মা অর্থাৎ তার শাশুড়ির সাথে থাকতে শুরু করেন। কয়েক সপ্তাহ পরে, আর্লির নামে একটি ফায়ার ইনস্যুরেন্স চেক আসে এবং উইল অনুযায়ী এই ইনস্যুরেন্স আর্লির বোনের পাওয়ার কথা, কিন্তু বোন চেকটি পাওয়ার আগেই আর্লির মা হঠাৎ মারা যান। ন্যানি অবৈধভাবে চেকটি নগদ করেন, আবার তার টেলিভিশন ও জিনিষপত্র গুছিয়ে ওই শহর ছেড়ে চলে যান। এরপর ন্যানি তার বোন ডিউইয়ের যত্ন নেওয়ার জন্য অ্যালাবামায় চলে আসেন, তিনিও কিছুদিন পরে হঠাৎ করে রহস্যজনকভাবে মারা যান। জোন্সের মতে, বিয়েতে তিনটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ন্যানির হৃদয়ে তখনও সম্ভবত ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল। এরপর ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে, ন্যানি ডায়মন্ড সার্কেল ক্লাবে যোগদানের জন্য ১৫ ডলার ফি প্রদান করেন। এটি ছিল পত্রমিতালির একটি পরিসেবা, যেখানে চিঠির মাধ্যমে নারী-পুরুষরা যোগাযোগ করতেন। এই চিঠির মাধ্যমে ন্যানির সাথে তার চতুর্থ স্বামী রিচার্ড মর্টনের পরিচয় হয়। পরে তারা দেখা করেন। কানসাসের এই অবসরপ্রাপ্ত বিক্রয়কর্মী ন্যানির আগের তিন স্বামীর চাইতে অনেক আলাদা ছিলেন। 'তিনি ছিলেন বেশ আমুদে লোক এবং স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন।' কিন্তু ডি লং লিখেছেন যে, রিচার্ড মর্টন ন্যানির সাথে বিবাহিত থাকা অবস্থায় বিভিন্ন সময় অন্য নারীদের সাথে সময় কাটিয়েছিলেন। জোনসের মতে, বিয়ের দুই মাসের মধ্যে ন্যানি তার পরবর্তী স্বামীর খোঁজ করতে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন। এর মধ্যে ন্যানির বাবা মারা গেলে তার মা অ্যালাবামা থেকে মেয়ের কাছে চলে আসেন। কিন্তু আসার কয়েক দিনের মধ্যে, লু হ্যাজেল গুরুতর পেটের সমস্যার ভুগে মারা যান। ডি লং লিখেছেন যে, মা মারা যাওয়ার সাথে সাথে ন্যানি তার 'প্রতারক' স্বামীর দিকে পূর্ণ মনোযোগ দেন। জোন্স লিখেছেন যে, রিচার্ড বিষাক্ত কফি পান করার কারণে মারা গেছেন। বলা হয়েছিল, এক থার্মোফ্লাস্ক ভর্তি বিষাক্ত কফির পান করেছিলেন রিচার্ড। তবে এ মৃত্যুর ঘটনা দুর্ভাগ্য বয়ে আনে ওকলাহোমার স্যামুয়েল ডসের জন্য। কেননা ন্যানির পরবর্তী লক্ষ্য তিনিই ছিলেন। ডস একজন স্পষ্টভাষী এবং অত্যন্ত রক্ষণশীল মানুষ ছিলেন যিনি সময় এবং অর্থ নষ্ট করতে পছন্দ করতেন না। ডি লং এর মতে, স্যামুয়েল মদপান বা গালিগালাজ কোনটাই করতেন না। তার একটাই দোষ ছিল তিনি তার স্ত্রীকে শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে ম্যাগাজিন পড়তে বা টেলিভিশন শো দেখার কথা বলেছিলেন। জোন্স লিখেছেন যে, এই বিধিনিষেধের কারণে ন্যানি তার স্বামীকে ছেড়ে অ্যালাবামায় চলে আসেন। স্যামুয়েল তার রাগান্বিত স্ত্রীকে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ জানান। এমনকি তিনি ন্যানিকে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের অংশীদারও বানিয়েছিলেন এবং স্ত্রীর নামে তিনি দুটি জীবন বীমা পলিসি নিয়েছিলেন। একদিন ন্যানি তাকে ঘরে তৈরি কেক খেতে দিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তার পেটে জ্বালাপোড়া শুরু হয়। তিনি কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন এবং তারপর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। স্বামীর বাড়ি ফেরা উদযাপনের জন্য, ন্যানি তাদের জন্য একটি বিশেষ খাবার তৈরি করেন। তবে এর আগে ন্যানি তার স্বামীর রুচি বাড়াতে বিষ মেশানো কফি খাওয়ান। ডি লং এর মতে, এই বিষাক্ত কফিই ছিল মি. স্যামুয়েলের শেষ পানীয়। এখানেই ন্যানি ভুল করেছেন। যে ডাক্তার তার পঞ্চম এবং শেষ স্বামীর চিকিৎসা করেছিলেন, তিনি 'কিছু একটা হয়েছে' বলে আগে থেকেই সন্দেহ করেছিলেন, কিন্তু তার হাতে কোন প্রমাণ ছিল না। ন্যানি যখন তার স্বামীর মৃত্যুর পর দুটি জীবন বীমার অর্থ তোলার চেষ্টায় ছিলেন, তখন চিকিৎসক ন্যানিকে তার স্বামীর ময়নাতদন্ত করাতে রাজি করান। চিকিৎসক, স্যামুয়েল ডসের শরীরে প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। এরপরই ১৯৫৪ সালে ন্যানি গ্রেফতার হন।

তবে ন্যানির কাছ থেকে স্বীকারোক্তি পেতে তদন্তকারীদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তিনি 'রোমান্টিক হার্ট' নামে এক ম্যাগাজিন পড়ায় নিমগ্ন ছিলেন, জোন্স লিখেছেন। আর ওই ম্যাগাজিনের মাধ্যমেই ন্যানির দৃষ্টি আকর্ষণ করে পুলিশ। ন্যানি তখন তাদের সাথে কিশোরী মেয়ের মতো হেসে হেসে ফ্লার্ট করেছিল। শেষে, জিজ্ঞাসাবাদের কক্ষে কয়েক ঘন্টা পরে, ন্যানি তার শেষ স্বামীকে বিষ প্রযয়োগের কথা স্বীকার করেন। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসা করে যে তিনি কেন এমন করেছেন। ন্যানি সহজভাবে উত্তর দেন, 'তিনি আমাকে আমার প্রিয় টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখতে দিতেন না বা গ্রীষ্মের রাতে ফ্যান চালু করতে দিতেন না।' তারপরে ন্যানি পুলিশকে বলেছিলেন যে, তিনি তার অন্য স্বামীদের সম্পর্কে তখনই কথা বলবেন যখন তারা তার ম্যাগাজিন ফেরত দেবে। ম্যাগাজিনটি ফেরত পেয়ে তিনি তিনজনকেই হত্যার কথা স্বীকার করে। স্বামীকে খুনের অভিযোগে ন্যানির স্বীকারোক্তিতে দেশজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তবে তাকে তাখনও সদা হাস্যময়ীই দেখা গেছে। এ কারণেই কেউ কেউ তাকে 'হাস্যময়ী ন্যানি' বলে ডাকতেন। এক পত্রিকায় তাকে 'সেলফ মেড উয়িডো' অর্থাৎ 'স্বেচ্ছায় বিধবা' বলেও সম্বোধন করা হয়। ন্যানি তার পাঁচ প্রাক্তন স্বামীর মধ্যে চারজনকে হত্যার কথা স্বীকার করলেও, তার পরিবারের সদস্যদের হত্যার দায় তখনও স্বীকার করেননি। তদন্তকালে, তার সন্দেহভাজন হত্যার শিকার আটজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তে ন্যানির অন্য তিন মৃত স্বামী এবং তার মায়ের দেহাবশেষে বিষ পাওয়া যায়। বাকিদের মধ্যে শ্বাসরোধের লক্ষণ পাওয়া গেছে। সবমিলিয়ে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ যে ন্যানি প্রায় ১২ জনকে হত্যা করেছেন, যাদের বেশিরভাগই ছিল তার নিকটাত্মীয়। সব মিলিয়ে দেখা গেছে, ন্যানি তার চার স্বামী, দুই সন্তান, দুই বোন, দুই নাতি এবং একজন শাশুড়িকে হত্যা করেছেন। ন্যানি তার এমন আচরণের পেছনে ছোটবেলায় তার মস্তিষ্কে আঘাত পাওয়াকে দায়ী করেন। তিনি দাবি করেন যে, এ কারণে তার সারাজীবন মাথাব্যথা হয়েছে। তিনি তার স্বামীদের কীভাবে খুন করেছেন সেটি ব্যাখ্যা করতে গিয়েও বার বার হেসেছেন। তবে ন্যানি জানান, তিনি কাউকেই জীবন বীমার টাকার জন্য খুন করেননি। ন্যানির নিজের ভাষ্যমতে, রোম্যান্স ম্যাগাজিনগুলো তার মানসিকতার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। আমি একজন নিখুঁত সঙ্গী খুঁজছিলাম, সত্যিকারের রোম্যান্স চাইছিলাম। তার স্বামীরা যখন 'বিপথে' চলে গিয়েছিল তখনই তিনি তাদের হত্যা করেছেন। এরপর তিনি আবারও ভালোবাসার খোঁজ করেছেন। অথবা তার নতুন শিকারের সন্ধান করেছেন। হার্ভে গবেষণা থেকে জানা যায়, ওকলাহোমা রাজ্য ন্যানিকে হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে। উত্তর ক্যারোলাইনা, কানসাস এবং অ্যালাবামার রাজ্যের বিচার বিভাগও তার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগে আনে। কিন্তু ওকলাহোমার বাইরে তার বিরুদ্ধে কখনও কোন বিচার হয়নি।